রহস্যময় রত্ন

পরেশ দত্ত



রহস্যময় রত্ন

পরেশ দত্ত

বুলবুল প্রকাশন
৮ বি/১, ট্যামার লেন, কলকাতা-৯

"RAHASYAMOY RATNA"
by Paresh Dutta

প্রকাশক :
বুলবুল সাহা
৮ বি/১, ট্যামার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : বিমল পাল

মূল্য : দশ টাকা

মুদ্রক :
শ্রীঅশোক কুমার আদক
ত্রিনয়নী প্রিন্টার্স
৬৭/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

গৌরচন্দ্র দত্ত
মাখনবালা দত্ত
বাবা ও মায়ের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

কিশোর ভারতীতে প্রকাশিত 'কুড়োনো হীরের রহস্য' উপন্যাসটি পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে 'রহস্যময় রত্ন' নামে প্রকাশিত হলো।

—লেখক

শীতের সন্ধ্যা। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে।

বড় রাস্তা থেকে ওদের গলিতে ঢোকার মুখে কিছুটা দূরে থমকে দাঁড়াল বিজু সন্তু। রাস্তার মোড় থেকে খানতিনেক বাড়ির পর ওদের দোতলা বাড়ি। হলদে রঙ। বিজু সন্তু লক্ষ্য করল দু'জন লোক ওদেরই বাড়ির দিকে তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে। রাস্তার আবছা আলোয় লোক দু'টিকে চিনতে পারছে না। ঠিক মনে করতে পারছে না আগে কোথাও দেখেছে কিনা। অথচ ওদের লক্ষ্য যে বিজুদের বাড়ি, কোন সন্দেহ নেই।

বিজু বলল, 'আমার বাবা বা কাকার সঙ্গে ওদের যদি কোন দরকার থাকে তাহলে সোজাসুজি আমাদের বাড়িতে যাচ্ছেন না কেন ওনারা। কী মতলব বলতো সন্তুদা?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' সন্তু বলল, 'ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক।'

বিজু বলল, 'সন্তুদা ওদের সোজাসুজি চ্যালেঞ্জ করলে হয় না, কাকে খুঁজছেন?'

'তা যায়,' সন্তু জবাব দিল, 'কিন্তু তাহলে এখনই সরে পড়বে। ওদের উদ্দেশ্য জানা যাবে না। তার চাইতে বরং আমরা ওদের ওয়াচ করি—কী করে ওরা।'

একটা দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির আড়াল থেকে ওরা লক্ষ্য করল। কিছুক্ষণ পর লোক দু'জন ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু কোথাও না দাঁড়িয়ে ওদের বাড়ির দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। তারপর ওদের বাড়ির দিকে ফের তাকাতে তাকাতে ফিরে এলো গলির মোড়ে। দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে বড় রাস্তার মোড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

বিজু সন্তুও কিছুটা দূর থেকে ওদের ফলো করে চলল। দেখল— মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা একটা নীল রঙের অ্যামবাসাডার গাড়িতে চড়ে পূব-দিকে চলে গেল।

বিজু ভয়ে ভয়ে বলল, 'কি ব্যাপার বলতো সন্তুদা। কী চায় লোক দু'টো ?'

ট্রামের টিকিটের পেছনে চলে যাওয়া গাড়ির নম্বরটা টুকে নিয়ে সন্তু বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হলো লোক দু'টো ভাল নয়। ওদের মৎলবও ভাল নয়।'

বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বিজু বলল, 'আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে কেন ?'

সন্তু চিন্তিতভাবে বলল, 'আমিও তো তাই ভাবছি লোক দু'টো কে ? এর আগেও হয়তো দু'একবার ঘুরে গেছে।'

'হ্যাঁ, মনে পড়েছে সন্তুদা।' বিজু ফিসফিস করে বলল, 'আজ সকালেই লোক দু'টোকে আমাদের বাড়ির সামনে দু'একবার ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছি। কেন বলতো ?'

সন্তু বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না।'

বাড়ির গেটে পা দিয়ে বিজু বলল, 'বাবা বা কাকাকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখবে ?'

সন্তু বলল, 'এখনই জানাবার দরকার নেই। দেখি ব্যাপারটা কোনদিকে গড়ায়।'

'সন্তুদা', হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল বিজুর চোখ, কাল সন্ধ্যেবেলা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পাওয়া স্টোনটার সঙ্গে ওই লোক দু'টোর কোন সম্পর্ক নেই তো।'

বিজুর দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে সন্তু বলল, 'ঠিক বলেছিস, হতেও পারে।

* * *

গত সন্ধ্যার ব্যাপারটা মনে পড়ল ওদের।

সার্কাস থেকে ওদের ফেরার পথে সন্ধার আগেই বৃষ্টি নামল। ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি, মাঘের শেষ। মেঘলা আকাশের নিচে আবছা অন্ধকার। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে সন্তু আর বিজুর গা মাথা ভিজে গেল। দক্ষিণ কলকাতায় ওদের বাড়ির রাস্তা হরিরাম দে স্ট্রীটে তখন পৌঁছে গেছে ওরা। ফুটপাথ ছাড়া সরু রাস্তার মাঝ-বরাবর হাঁটছে ওরা। তখনই আচমকা একটা ঘটনা ঘটে গেল। অন্য রাস্তার মোড় থেকে হঠাৎ বাঁক নিয়ে একটা মোটর বাইক প্রচণ্ড স্পীডে ছুটে এসে একেবারে ওদের ঘাড়ের ওপরই পড়েছিল আর একটু হলে। মোটর বাইকটা নিয়ে দু'জন লোক অন্য রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর মাত্র ক'গজ তফাতে ডানদিকে ওদের বাড়ি। দু'পা এগোতেই ধাঁ করে একটা পুলিশ ভ্যান ওদের সামনে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। তখন বাঁদিক থেকে ডাইনে বাড়ির দিকে রাস্তা পার হতে যাচ্ছিল ওরা। সন্তু পার হয়ে গেছে। কিন্তু বিজু বাঁদিকে ডাস্টবিন ঘেঁসে দাঁড়াল। পুলিশ ভ্যানটার পিছনে চিৎকার করে উঠল, 'রাস্কেল। না দেখে ড্রাইভ করছে; আর একটু হলে চাপা দিয়েছিল আমাদের।'

রাস্তার ওপার থেকে সন্তু ডাকল, 'এই বিজু, চলে আয় এদিকে।'

কিন্তু বাড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল বিজু। পায়ের নিচে ধারালো পাথর কুচির মতো কি যেন একটা ফুটল। পা সরাতে গিয়ে নিচের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়াল। ডাস্টবিন উপচে জঞ্জাল রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্গন্ধ, ভিজে ছাই আর কলার খোসার ফাঁকে কাচের মতো কি যেন একটা ঝক্‌ঝক্ করছে। না, কাচের চাইতেও বেশি উজ্জ্বল। পা দিয়ে কলার খোসাটা একদিকে সরাতেই আবছা আলোতেও ঝলমল করে উঠল জিনিসটা।

বিজু ডাকল, 'সন্তুদা, এই সন্তুদা, দেখতো এটা কি।'

কয়েক পা এগিয়ে গেছিল সন্তু, থমকে দাঁড়াল, 'সন্ধ্যেবেলা

জঞ্জাল ঘাটছিস কেন ?' বিজুর দিকে এগিয়ে গেল সন্তু।

পা দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে জিনিসটাকে ততক্ষণে জঞ্জালের বাইরে এনে ফেলেছে বিজু। নোংরা ছাইয়ে মাখামাখি। ময়লায় হাত না দিয়ে দু'জনে উবু হয়ে দেখার চেষ্টা করল জিনিসটাকে। একটা কাঠি দিয়ে নেড়ে সন্তু বলল, 'একটা স্টোনের মতো মনে হচ্ছে যেন।'

বিজু হাসল, 'হীরে-টিরে নয়তো সন্তুদা ?'

'শুধু হীরে নয় রে—কোহিনূর, কোহিনূর।'

পা দিয়ে জোরে সট্ মেরে জিনিসটাকে আর একদিকের নর্দমায় পাঠিয়ে দিয়ে সন্তু বলল, 'তোর জন্যে হীরে আজকাল রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে। তাই রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে গেছে। দিন দিন বুদ্ধি খুলছে তোর। চলে আয় বৃষ্টিতে ভিজে জব জবে হয়ে গেছি।'

'চলো যাচ্ছি।' বলে জিনিসটাকে বাঁহাতে তুলে রাস্তার কাদা জলে ধুয়ে নিল বিজু।

রাস্তায় ঢিমে তালে একটা সাইকেল আসতে দেখে তাড়াতাড়ি রাস্তাটা পার হয়ে ওদের বাড়ির রোয়াকে উঠে এল। সদর-দরজা ভেজানো ছিল। বাথরুম থেকে জিনিসটা ভাল করে ধুয়ে আনল বিজু। একতলায় পড়ার টেবিলে রেখে বিজু বলল, 'ঝুটো হোক আর যাই হোক, স্টোনটা দারুণ দেখতে। টেবিলে সাজিয়ে রাখা যাবে।'

স্টোনটা তিন আঙুলে আলোর দিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে সন্তু বলল, 'হ্যাঁ, অনেকটা ছবির হীরের মতো। কুশন সেপ।'

স্টোনটা থেকে অনেকগুলো ধারালো ছুরির ফলার মতো আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। হীরে ওরা দেখেনি কোনোদিন, আসল নকলের তফাৎ বোঝা সম্ভব নয়।

স্টোনটা একহাতে ওপরে ছুঁড়ে ফের আর এক হাতে ধরে বিজু বলল, 'আচ্ছা সন্তুদা এতবড় স্টোনটা ঝুটো না হয়ে আসল হলে কত

দাম হতো বলতো।'

'তা, কি করে বলব।'

'আহা আন্দাজেই বলনা শুনি।'

'ক'দিন আগে স্টেটসম্যানে দেখেছি জিনিভায় 'পোলারস্টার' নামে একটা হীরে বিক্রী হয়ে গেল। হীরেটা এক সময় প্রথম নেপোলিয়নের ভাইয়ের ছিল। হীরেটার ওজন একচল্লিশ ক্যারেটের বেশি, দাম সাড়ে ছেচল্লিশ লক্ষ ডলারের ওপর। তার মানে কোটি টাকা।'

'এই সন্তুদা, ক্যাচ ধরো।' বিজু স্টোনটা সন্তুর দিকে ছুঁড়ে দিতে ক্রিকেট বলের মতো ক্যাচ ধরে সন্তু বলল, 'জেনুইন স্টোন হলে এটার দাম কিছু না হোক কোটি টাকার ওপর হতো নিশ্চয়।'

স্টোনটা ফের বিজুর দিকে ছুঁড়ে দিল সন্তু, 'এই নে কোটিপতি হয়ে যা এক্ষুণি।'

'সত্যি, টাকাটা হাতে পেলে কত কি করা যেত বলতো সন্তুদা?'

'হ্যাঁ, অনেককিছু। রাতারাতি একেবারে মালটি মিলিয়নেয়ার। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত যখন যা চাইতিস হাতের কাছে এসে যেত। রাজকন্যা, রাজপ্রাসাদ, মোগলাইখানা—আরও কত কি।'

'ধ্যাৎ!' আপত্তি জানাল বিজু, 'এখনকার ছেলেরা ওসব চায়না।'

'তবে, বলে ফ্যাল কি চাস।'

'একটা মোটা টাকা হাতে পেলে এখনই বিদেশে চলে যেতুম ট্রেনিং-এ।'

'বিদেশে যেতে রাস্তা থেকে রত্ন কুড়িয়ে না পেলেও চলে। ফরেনে যারা গেছে, তারা কেউই রাস্তা থেকে হীরে কুড়িয়ে পায়নি। তারা নিজেরাই হীরের টুকরো ছেলে।'

একটা বেশ জুৎসই উত্তর দিতে যাচ্ছিল বিজু, কিন্তু তার আগেই

শোনা গেল বিজুর মায়ের গলা, 'হ্যাঁরে, কখন ফিরেছিস তোরা?'

সন্তু জবাব দিল, 'এই তো, একটু আগে মামীমা।' স্টোনটা বাড়িয়ে দিয়ে বিজু বলল, 'এটা আলমারীতে তুলে রাখতো মা।'

খুন্তি হাতে এগিয়ে এলেন সুষমা, 'কিরে এটা?' আলোর দিকে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, 'দামী পাথর-টাথর মনে হচ্ছে যেন।'

'হ্যাঁ মামীমা, ওটার দাম দু' কোটি টাকা। বিজু রাস্তা থেকে কুড়িয়ে পেয়েছে।' সন্তু জুড়ে দিল।

'অ্যাঁ, কি বললি,' সুষমা হতবাক!

'হ্যাঁ মামীমা, ওটা বিক্রি করলে খান দশেক বাড়ি, গোটা পাঁচেক গাড়ি কিনেও মোটা টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে থাকবে।'

'ওমা, বলিস কিরে!' সুষমা একেবারে তাজ্জব, 'তা এতবড় হীরেটা তোরা পেলি কোথায় শুনি?'

বিজু বলল, 'সে তুমি জেনে কি করবে মা রাস্তার...' তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করল বিজু। জানে নোংরা জঞ্জালের মধ্যে ওরা ওটা পেয়েছে শুনলে শীতের এই ভর সন্ধ্যাবেলায় মা হয়তো স্নান করতে ছুটবেন।

'ওগো শুনছো,' স্টোনটা হাতে নিয়ে পাশের ঘরের দিকে ছুট-লেন সুষমা, 'বিজুরা রাস্তা থেকে কি কুড়িয়ে পেয়েছে দেখো।'

বৈঠকখানায় বসে দাবা খেলছিলেন দুই ভাই, সোমনাথ ও শশীনাথ চৌধুরী। দাবার ছক থেকে মুখখানা তুলে সোমনাথ বললেন, কি পেয়েছে শুনি, সাতরাজার ধন মাণিক?'

'মাণিক কিনা দেখ,' সোমনাথের দিকে সুষমা এগিয়ে দিলেন স্টোনটা। তুলে ধরলেন দু' জনের চোখের সামনে। 'বলি দেখেছো জিনিসটা।'

স্টোনটার ওপর আটকে গেল সোমাথের চোখ, 'একটা দামী স্টোন মনে হচ্ছে।' সুষমার হাত থেকে নিয়ে বাঁ হাতের তালুতে রেখে

ডান হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বিজুর দিকে চোখ তুললেন, 'কোথায় পেলে এটা তোমরা ?'

'রাস্তার ডাস্টবিনের পাশে।' জবাব দিল বিজু।

'তারমানে জঞ্জালের ভেতরে। দেখি দাদা, দেখি জিনিসটা।' সোমনাথের দিকে হাত বাড়ালেন শশীনাথ। স্টোনটা হাতে নিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'চক্ চক্ করছে দেখে তুলে এনেছ ? ভেবেছ হীরে টিরে কিছু হবে ?'

লজ্জায় হাসল বিজু, 'দেখতে খুব ভাল, না কাকু ?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু সেই ইংরেজী প্রবাদ বাক্যটি নিশ্চয় ভুলে গেছ বৎস ?'

'কোন প্রবাদ বাক্য ছোটমামা।' প্রশ্ন করল সন্তু।

'অল হ্যাট গ্লিটারস ইজ নট গোল্ড। চক্ চক্ করলেই হীরে হয় না।' বিজুর দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুঁড়ে দিলেন স্টোনটা। আমাদের খেলাটা মাটি করে দিলি তো ?'

'যত্তো সব,' সোমনাথ ফের ঝুঁকে বসলেন দাবার ছকের ওপর। সুষমাও ক্ষেপে আগুন, 'এই ভর সন্ধ্যেবেলায় তোরা রাস্তার জঞ্জাল ঘাটতে গেছিস। ছি-ছি-ছি! আমিও ছুঁয়ে ফেললুম। যাই আবার কাপড় কাচতে হবে।'

রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া স্টোনের ব্যাপারটা সেদিনই ইতি হয়ে গেল। তবে সত্যি সত্যি ওটা দিয়ে পেপার ওয়েট করেনি বিজু। ঝুটোই হোক আর যাই হোক, বেশ দেখতে জিনিসটা।

* * *

ফি বছর শীতে সন্তু ওদের বহরমপুরের বাড়ি থেকে কলকাতায় ওর মামার বাড়িতে বেড়াতে আসে। তখন ওদের দু'জনের বেড়ানোর প্রোগ্রাম থাকে সার্কাস, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেনস, মিউজিয়াম ও আরও অনেক জায়গায়। বিজু এবার টেন-এ উঠেছে আর সন্তু সামনের বছর বি. এ. ফাইনাল দেবে।

কিন্তু এ বছর সন্তুর কলকাতায় আসার আগেই একটা দারুণ ঘটনা ঘটে গেছে। সন্তুদের বহরমপুর অঞ্চলে অনেকদিন থেকেই কিছু স্মাগলারের দল সীমান্তের ওদিকের সঙ্গে চোরা কারবার চালাচ্ছে। সন্দেহবশে তাদের কয়েকজনকে চোখে চোখে রেখে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সন্তু। বিজু জানে ওর পিসতুতো ভাই সন্তুর বরাবরই ভয় ডর খুব কম। ডানপিটে বলে বদনামও আছে। কিন্তু ভয় পেয়েছেন সন্তুর বাবা-মা। কে জানে স্মাগলারের দল হয়তো শোধ নেবে সন্তুর ওপর। তাই দেরি না করে সন্তুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন কলকাতায় মামার বাড়িতে।

ওদের পরের দিনের প্রোগ্রাম চিড়িয়াখানা।

'ভবানী ভবন' ছাড়িয়ে ওদের বাসটা এগিয়ে গেল 'জু'-র দিকে। দুপুর বারোটার পরই ওরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। চিড়িয়াখানার পুবদিকের গেটের কাছাকাছি বাস থেকে নেমে ওরা দু'জন এগিয়ে গেল রাস্তা পার হয়ে। কিন্তু চিড়িয়াখানার টিকিট ঘরের সামনে লাইনে না দাঁড়িয়ে একটা আইসক্রীমওয়ালার গাড়ির কাছে দাঁড়াল সন্তু। বিজু অবাক হয়ে বলল, 'এখানে দাঁড়ালে কেন? চল আগে টিকিট কাটি। দেখছ না কতবড় লাইন।'

দু'টো আইসক্রীম কিনে বিজুর দিকে একটা বাড়িয়ে দিয়ে চাপা গলায় সন্তু বলল, 'এখনই চিড়িয়াখানার ভেতরে যাব না। আমার সন্দেহ হচ্ছে দু'টো লোক আমাদের ফলো করছে। খবরদার, পেছনে তাকাসনি। আমার ভুলও হতে পারে।'

শঙ্কিত কণ্ঠে বিজু বলল, 'কেন, আমাদের ফলো করবে কেন?'

'তা জানি না। তবে সন্দেহ হচ্ছে।'

বিজু ভয়ে ভয়ে বলল, 'তোমার গাঁয়ের সেই ডাকাতি কেস্‌টার কোন ব্যাপার নয় তো।'

'হতে পারে, নাও হতে পারে। তবে সাবধানে চলতে হবে আমাদের।'

আরো ভয় পেয়ে গেল বিজু, 'দরকার নেই চিড়িয়াখানা দেখে। চল সন্তুদা ফিরে যাই।'

আইসক্রীম চুষতে চুষতে সন্তু বলল, 'ধ্যাৎ! ফিরে যাব কেন? দেখিনা কি করে লোক দু'টো।' ফের বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে পা বাড়িয়ে সন্তু বলল, 'রাস্তার পূবদিকের ফুটপাতে ওই যে স্যুটপরা লোক দু'টো দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, আমার বেশ সন্দেহ হচ্ছে দূর থেকে ওরাই আমাদের পিছু নিয়েছে।'

কায়দা করে অন্যমনস্কের মতো সেদিকে তাকিয়ে বিজু বলল, 'সবুজ ট্রাউজারস্ আর কালো কোট পরা লোকটা মনে হচ্ছে চীনা। আর পাশে লাল ট্রাউজারস্ ও গ্রে কালারের কোট পরা খয়েরী পাগড়ী মাথায় লোকটা শিখ।'

সন্তু বলল, 'লক্ষ্য করেছিস, দুজনেরই চোখে কালো চশমা।'

আইসক্রীমের স্টিক্টা ফেলে দিয়ে সন্তু বলল, 'এখন চিড়িয়াখানায় না গিয়ে চল আর এক জায়গায় যাই।'

'কোথায়?'

'ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে।'

উত্তরের বড় গেট দিয়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরির কমপাউণ্ডে ঢুকল ওরা। লনের এদিক ওদিক দেখতে দেখতে লাইব্রেরী বিল্ডিং-এর দিকে ঢিমেতালে এগিয়ে গেল। যেন কিছুই সন্দেহ করেনি ওরা। একবারও পিছনে তাকাল না। লাইব্রেরির সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল হাজার রকম মরশুমী ফুলের মেলা। চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, আরও নানা জাতের জানা-অজানা ফুল।

সন্তুরা আড়চোখে দেখল, কিছুটা দূরেই আসছে সেই লোক দু'টো গল্প করতে করতে। ওদের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না।

লাইব্রেরির হলে ঢুকে লবিতে দু'খানা চেয়ারে বসে টেবিলের বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগল দু'জন। আড়চোখে সন্তু দেখল, শিখ আর চীনা দু'জনও লবিতে দু'খানা চেয়ার টেনে বসল। এখন

ওদের বেশ সন্দেহ হচ্ছে লোক দু'টো সত্যিই হয়তো পিছু নিয়েছে। সন্দেহ আরও জমাট হলো যখন ওরা দু'জনও রিডিং রুমের কাউন্টারে কোন রিকুইজিসন শ্লিপ জমা দিল না। তবে সকলেই রিডিংরুমে পড়ার জন্যে আসে না। শুধু সময় কাটাবার জন্যেও অনেক লবিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে।

মিনিট পনেরো পর উঠে দাঁড়াল সন্তু, 'চল বিজু।'

লাইব্রেরির বাইরে এসে সন্তু বলল, 'সামনের গেট দিয়ে চিড়িয়াখানায় যাব না। ঘুরে খিদিরপুরের গেট দিয়ে ঢুকব।'

লাইব্রেরির পশ্চিমদিকের গেট দিয়ে বাইরের রাস্তায় পড়ল ওরা। কিছুটা দূরে এসে বাদাম কেনার ছলে দাঁড়িয়ে দেখল, তখনও কেউ ওদের ফলো করছে কিনা।

'কোথায় ওরা কেউ তো নেই রাস্তায়,' বিজু বলল, 'তোমার ভুল হয়েছে সন্তুদা। ওরা নিজের খেয়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'তা হবে।' চিন্তিত মুখে মাথা নামিয়ে হাঁটতে লাগল সন্তু।

খিদিরপুরের ট্রাম রাস্তা দিয়ে ঘুরে চিড়িাখানার উত্তর-পশ্চিম দিকের গেট দিয়ে চিড়িয়াখানায় ঢুকল ওরা।

গেটের সামনেই জাল দিয়ে ঘেরা সাইবেরিয়ান হাঁসের কলকাকলিতে আকাশ বাতাস মুখর। ঝাঁক ঝাঁক খয়েরী পাখি আকাশে উড়ছে, জলে সাঁতার দিচ্ছে। উঁচু জালের ধারে ভীড় করে দাঁড়িয়ে দেখছে নানা বয়সের মানুষ।

'সন্তুদা,' জালের দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল বিজু।

'কিরে ?'

বিজু চাপা গলায় বলল, 'ঐ দেখ সেই লোক দু'টো।'

সন্তুও ততক্ষণে লক্ষ্য করেছে ওদের। একবার চোখাচোখি হলো ওদের সঙ্গে। কিন্তু দেখে মনে হলো না ওদের সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ আছে। পা বাড়িয়ে সন্তু বলল, 'ছেড়ে দে। তাকাস না ওদের দিকে।'

ময়ূর, এমু্য, দেখে সিংহের খাঁচার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রেপ্টাইলস হাউসের ভেতর ঢুকল ওরা। প্রচণ্ড ভীড় এখানে। কিন্তু দেখার বিশেষ কিছু নেই। বুকে হাঁটা প্রাণীরা কম্বল আর খড়ের শয্যার নিচে শীত ঘুমে আচ্ছন্ন।

নানা জাতের হরিণ-টরিণ দেখে কংক্রিটের সাঁকো পেরিয়ে চিড়িয়াখানার দক্ষিণ কোণে বড় বড় কুমীর দেখল ওরা।

সন্তু বলল, 'অনেকক্ষণ ঘুরেছি। আয় বিজু একটু চা খাওয়া যাক।'

সামনেই খোলা আকাশের নিচে টেবিল চেয়ার পাতা। এদিকটা বেশ কিছুটা ফাঁকা। লোকজন এলেও বেশিক্ষণ থাকছে না। রেস্তোরাঁতেও তেমন ভীড় নেই। দু'চারজন বসে চা খাচ্ছিল, তারাও চলে গেল।

চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা টেবিলে সামনা-সামনি বসল বিজু, সন্তু। এদিক ওদিক তাকিয়ে বিজু বলল, 'না সন্তুদা লোক দু'টো আর এদিকে আসেনি।'

সন্তুও পিছনে তাকাল, 'না। বোধহয় অন্য কোন দিকে কেটে গেছে। কে জানে কি মতলবে ঘুরছে।

বিজু বলল, 'মনে হয় আমাদের সঙ্গে ওদের কোনো সম্পর্ক নেই।'

সন্তুদের চা দিয়ে যাবার পর, চায়ের অর্ডার দিয়ে আরও দু'টো লোক পাশের টেবিলে বসল। একজনেরর পরণে টেরিলিনের নীল ট্রাউজারস সাদা বুশ সার্ট, নীল রঙের হাফ সোয়েটার। আর একজনের সাদা ট্রাউজারসের ওপর কালো প্রিন্স কোট। দু'জনের বয়স চল্লিশের এদিক ওদিক। দু'জনেই বাংলায় কথা বলছে। কিন্তু দ্বিতীয়জনকে বাঙালী মনে হয় না। সন্তুদের পাশের টেবিলে বসার কিছুক্ষণ পরেই বাঙালী ভদ্রলোকটি এদিক ওদিক কেমন যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করল বিজু, সন্তু। কারা এরা? মনে হলো এ জায়গাটা ফাঁকা দেখে কোন

একটা গোপন উদ্দেশ্যে এসেছে লোক ত্ব'টি। বিজু সন্তুর দিকে মাঝে মাঝে আড় চোখে তাকালেও ওদের সতর্ক দৃষ্টি অন্য দিকে। ততক্ষণে ওনাদের টেবিলেও চা দিয়ে গেছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সোয়েটার পরা ভদ্রলোক চাপা গলায় বলল, 'মালটা তাহলে বার কর গুপ্তা।'

প্রিন্স কোটপরা লোকটি বলল, 'এখানেই ডেলিভারী নেবে বলছ মুখার্জী।'

বিজু, সন্তুর দিকে একবার তাকাল মুখার্জী, 'হ্যাঁ, আর দেরি করে কি লাভ।'

বিজু, সন্তু অবাক। কি মাল ডেলিভারীর কথা বলছে ওরা। লোক ত্ব'টির চাল-চলনও কেমন যেন সন্দেহজনক। কি মতলবে এই জায়গাটা বেছে নিয়েছে ওরা? দূরে দূরে কিছু লোক কুমীর দেখছে। ধারে কাছে আর কেউ নেই।

সন্তু ভাবছে নিশ্চয় কোনো গোপন জিনিসের লেনদেন করে এরা। স্মাগলার হওয়াও বিচিত্র নয়।

প্রিন্সকোট পরা লোকটি কোটের বোতাম খুলে ভেতর থেকে বার করল একটা সবুজ রঙের প্লাস্টিকের সুদৃশ্য কেস্। মুখার্জীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখে নাও মুখার্জী, তোমার মাল ঠিক আছে কিনা।'

'আরে না-না দেখার আর কি আছে।' বলতে বলতে একটা বোতাম টিপতেই স্প্রীং-এর মতো লাফিয়ে উঠল কেসের ঢাকনাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে বিজু সন্তুর চোখ জোড়া যেন ধাঁধিয়ে গেল। ত্বপুরের রোদে ধারাল ছুরির ফলার মতো ঝক্ ঝক করে উঠল একটা ব্লু স্টোন।

সন্তু বিজু এখন বুঝতে পারছে মূল্যবান রত্নের কেনাবেচা করে এরা। কিন্তু চিড়িয়াখানার এই নিরালা জায়গা কেন? তবে কি পুলিশের ভয়ে আড়ালে গোপন জিনিসের লেনদেন করছে? কিন্তু

ওদের দু'জনকে পরোয়া করছেনা কেন? ছেলেমানুষ বলে কি! গা ছমছম করছে ওদের। বেশ বুঝতে পারছে ওদের টেবিলের পাশে বসে রয়েছে দুটো ক্রিমিনাল, স্মাগলার। স্টোনের প্লাস্টিক কেসটা চোখের সামনে নিয়ে মুখার্জী বলল, 'নাইস্, ভেরী নাইস্. কি দাম বল গুপ্তা তোমার স্টোনের।'

'আড়াই।'

'না, আড়াই না, দুই।'

সন্তু বিজু ভাবছে, কি আড়াই···দুই··নিশ্চয় লাখের কথা বলছে ওরা। এতবড় ব্লু-ডায়মণ্ড···মানে নীলা··দু'লাখ আড়াই লাখ টাকা নিশ্চয়ই দাম হবে।

চা শেষ করে সিগারেট ধরাল গুপ্তা, 'কি বলছ মুখাৰ্জী, এতবড় স্টোনের দাম কি দুই হয়?'

হাসল মুখার্জী, 'ফলসে্র দাম আর কি বেশি দেব বল।'

'ঠিক আছে টু টোয়েন্টি-ফাইভ্ দিয়ে দাও। ক্যাশ পেমেণ্ট চাই কিন্তু।

'এগ্রীড্।'

স্টোনের কেসটা পকেটে ফেলে, পার্স খুলে দু'টো একশো টাকার নোট আর খুচরো পঁচিশ টাকা গুপ্তার হাতে তুলে দিল মুখার্জী। বিজু, সন্তু হতবাক। অত বড়, আর অত সুন্দর স্টোনটা তাহলে ফলস্···মানে ঝুটো! দাম মাত্র দু'শো পঁচিশ টাকা।

বিজু সন্তুরও ততক্ষণে চা শেষ হয়ে গেছে। রেস্তোরাঁর বয়কে ডেকে চায়ের দাম মিটিয়ে ওরা উঠে গেল।

সাঁকো পেরিয়ে সন্তু বলল, 'কি ব্যাপার বলতো বিজু, কাল থেকে আমরা খালি স্টোন দেখছি।'

হেসে উঠল বিজু, 'হ্যাঁ, শুধু ফলস্ স্টোন।

সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরল ওরা। সারাদিন ঘুরে ওরা বেশ ক্লান্ত। সন্ধ্যের পর আর কোথাও বেরলো না। জ্যামিতির

ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স থেকে স্টোনটা বার করে; তু'হাতে বারকয়েক লোফালুফি করে বিজু বলল, 'কাকা ঠিক বলেছে সন্তুদা, সত্যিই এটা ফলস্ স্টোন। না হলে জঞ্জালের গাদায় পড়ে থাকে।' বলে স্টোনটা জানলা গলিয়ে রাস্তার ওদিকের ডাস্টবিনের দিকে ফেলে দিতে গেল। সন্তু বাধা দিল, 'ফেলিস না, থাক।' বিজুর হাত থেকে স্টোনটা নিয়ে বুক পকেটে ফেলে বলল, 'বোর্ডটা বার কর, ক্যারাম খেলব।'

রাতে শোবার সময় বিজু বলল, 'সন্তুদা কাল তাহলে আমাদের কি প্রোগ্রাম?'

লেপটা গায়ে টেনে সন্তু পাশ ফিরল, 'গ্লোব সিনেমা।'

* * *

'খোকাবাবু তোমরা কী এদিকে থাক?'

বেলা চারটে নাগাদ গ্লোব থেকে 'জস' ফিল্মটা দেখে বাড়ি ফেরার পথে ওদের বাড়ির রাস্তায় তু'জন অপরিচিত লোক ওদের দিকে এগিয়ে এল। একজন মাথায় বেশ ঢ্যাঙা আর একজন মাঝামাঝি। তু'জনেরই পরণে দামী স্যুট।

'কি বলছেন?' থমকে দাঁড়াল ওরা তু'জন।

'হরিরাম দে স্ট্রীটটা কোন্ দিকে।'

'এই তো সামনের রাস্তা।' বিজু জবাব দিল, 'কত নম্বর খুঁজছেন?'

'৫/২ বাড়িটা কোনদিকে বলতে পার?' লম্বা লোকটি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল।

নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল বিজু সন্তু।

বিজু জিজ্ঞেস করল, 'কাকে খুঁজছেন আপনারা।'

'সোমনাথ চৌধুরীকে। হাতের একটা চিরকুটের ওপর চোখ বুলিয়ে লম্বা লোকটি বললেন, আমাদের সঙ্গে ক্যানন এণ্ড বেরীতে কাজ করেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ···আমার বাবা,' ব্যস্ত হয়ে বলল বিজু, 'কিন্তু বাবা তো বাড়িতে নেই অফিসে গেছেন।'

'জানি। ওনার বাড়িতে একটা খবর দিতে এসেছি।'

'ওনার কি কিছু হয়েছে? ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল সন্তু।

'আজ দুটো নাগাদ অফিসে উনি হঠাৎ সেন্সলেশ হয়ে পড়েন।'

'বাবা এখন কেমন আছেন?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বিজু।

'ওনাকে হাসপাতালে রিমুভ করতে হয়েছে।'

'কোন্ হাসপাতালে?'

'মেডিকেলে।'

'কেমন আছেন এখন?'

'অক্সিজেন, স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে। ডাক্তারবাবু বলছেন চব্বিশ ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাচ্ছে না।'

হিপ পকেট থেকে একটা পার্স বার করে লোকটি বললেন, 'এই পার্স টা ওনার পকেটে ছিল রেখে দাও। ভেতরে ওনার আইডেন্টিটি কার্ডটাও আছে।'

পার্স টা হাতে নিয়ে বিজু চিনতে পেরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ এটা আমার বাবারই পার্স।'

'ভেতরে কিছু টাকা আছে। মিঃ চৌধুরী আজই কি একটা পেমেণ্ট পেয়েছেন।'

বিজুর হাত থেকে পার্স টা নিয়ে সন্তু দেখল ভেতরে একগোছা দশ টাকার নোট।

'আমরা এখন তাহলে চলি।' কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা ট্যাক্সির দিকে পা বাড়ালেন ভদ্রলোক দু'জন। একজন বললেন, 'হাসপাতালে আমাদের থাকা দরকার, কখন কি ওষুধ টষুধ কিনতে হয় বাইরে থেকে। এই নাও ওয়ার্ড আর বেড নম্বর।' একটা চিরকুট এগিয়ে দিলেন বিজুর দিকে।

বিজু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'সন্তুদা ওনাদের গাড়িতে হাসপাতালে

গেলে হয় না।'

'বেশ চল,' সন্তু বলল, 'তার আগে মামীমাকে খবরটা দিয়ে আসি।'

'আমরা কি তাহলে ওয়েট করব?'

'প্লীজ এক মিনিট,' সন্তু বলল, 'আমরা এখনই আসছি। বাড়ির দিকে ছুটে চলল বিজু সন্তু।'

'বেশী দেরী কোরোনা। ট্যাক্সির দিকে পা বাড়ালেন ওরা দু'জন।'

বিজুর বাবার টাকা ভর্তি পার্সটা হাতে নিয়ে কেঁদে উঠলেন সুষমা। বললেন, 'গাড়ি ডাক সন্তু, আমি এখনই যাব।'

সন্তু আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ভাববেন না মামীমা। আমরা দু'জন এখনই হাসপাতালে বড় মামাবাবুকে দেখতে যাচ্ছি। তেমন কোন দরকার হলে আপনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব। বড় মামাবাবুর পার্সটা ভাল করে তুলে রাখুন।

আঁচলে চোখ মুছে সুষমা বললেন, 'সারাদিন তোরা ঘুরে এলি, চা-টা কিছু খেয়ে যাবিনা।'

'এখন সময় নেই মামীমা,' বিজুকে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল সন্তু। 'মামাবাবুর অফিসের লোক বাইরে ট্যাক্সি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। বেড নং লেখা রইল ছোট মামা ফিরলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন।'

বাইরে এসে বিজু সন্তু অবাক। ট্যাক্সিটা কোথায় গেল? ওদের বাড়ির রাস্তার সামনে পেছনে কোথাও ট্যাক্সিটার কোন চিহ্ন নেই। ওদের না নিয়েই ট্যাক্সিটা চলে গেছে।'

সন্তু বলল, 'স্ট্রেনজ! ওনাদের গাড়িতে আমরা যাব বললাম। আমাদের না নিয়েই চলে গেলেন!

কিন্তু তখনও ওদের আরও অবাক হওয়ার বাকি ছিল। রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে দড়ির আগুনে সিগারেট ধরাচ্ছেন বিজুর বাবা।

সন্তু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মামাবাবু, আপনার শরীর কেমন আছে?'

এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে সোমনাথ বললেন, আমার শরীরের জন্যে তোমাদের হঠাৎ এত দুঃশ্চিন্তা কেন বলত ভাগ্নে? মনে হচ্ছে যেন অনেকদিন দেখনি আমাকে।'

'না এমনি,' সলজ্জ হাসল সন্তু। বুঝলো কোথাও একটা গভীর রহস্য আছে।

সোমনাথ বাড়ি ফিরতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে সুষমার চোখ গোল হয়ে গেল। দারুণ অবাক হয়ে বললেন, 'ওমা! তোমার যে খুব অসুখ। তোমার অফিসের দু'জন লোক এসে খবর দিয়ে গেল—মেডিকেল কলেজে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছো, অক্সিজেন স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে।'

জামা খুলতে খুলতে সোমনাথ বললেন, 'তাহলে মনে কর—আমি মরে ভূত হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে এসেছি। এবার তোমাদের ঘাড় মটকাবো।'

সন্তুর দিকে তাকিয়ে সোমনাথ বললেন, 'তাই বুঝি বিড়ির দোকানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল, কেমন আছি।'

বিজুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা আমার হাসপাতালে ভর্তি হবার খবরটা কারা দিল তাদের নাম জেনেছ?'

'না। বললেন, অফিসে আপনার সঙ্গে কাজ করেন। আর একটা পার্স ফেরত দিয়ে গেছেন।' সুষমার দিকে তাকিয়ে বিজু বলল, 'বাবার পার্স টা বার করে দাও তো মা।'

পার্স হাতে নিয়ে সোমনাথ থ হয়ে গেলেন। পার্স টা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ! আজ সকালে অফিস যাবার সময় আমার এই পার্স টাই তো বাসে পিক পকেট হয়ে গেছিল।'

পার্স থেকে দশ টাকার নোটের গোছা বার করে গুণে দেখলেন

একশ তিরিশ টাকা। দারুণ অবাক হয়ে বললেন, 'পার্সে এতো টাকা এল কোথা থেকে! ভেল্কি নাকি?'

সন্তু বলল, 'আপনার অফিসের ভদ্রলোক বললেন, আপনি নাকি আজ পেমেণ্ট পেয়েছেন।'

'পেমেণ্ট না কচু!' সোমনাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার অফিসের পেমেণ্ট হয়ে গেছে। আমার পার্সে ছিল মোট তেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা। তার মানে পার্স পিক পকেট হয়ে দশ গুণ বেশি হয়ে ফিরে এসেছে।'

'ওমা! এসব কি আশ্চর্য ব্যাপার!' সুষমার চোখ গোল হয়ে গেল।

'আমিও তো তাই ভাবছি।' ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে সোমনাথ বললেন, 'এমন সদাশয় লোকটি কে—যিনি আমার খোয়া যাওয়া পার্সে দশ গুণ টাকা ভর্তি করে বাড়ি বয়ে ফেরৎ দিয়ে গেলেন?'

এই সময় শশীনাথ ডিউটি থেকে ফিরলেন। সমস্ত ব্যাপার শুনে খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। সুষমা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এসব কি ব্যাপার ভাই ঠাকুরপো?'

শশীনাথ বললেন, 'ব্যাপার খুব সিরিয়াস বৌদি। সমস্ত ব্যাপারটার পেছনে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের আঁচ পাচ্ছি। দাদাকে ফলো করে বাসে উঠেছে, পকেট থেকে পার্স পিক পকেট করেছে। তারপর দাদার হাসপাতালে ভর্তি হবারও সিরিয়াস খবর দিতে এসেছে। গোটা ব্যাপারটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলবার জন্যে পার্সে টাকা ভর্তি করেছে।'

'ওরা এত কাণ্ড কেন করেছে ঠাকুরপো?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন সুষমা।

'মোটরে ওদের দু'জনকে তুলে নিয়ে যাবার জন্যে।'

বিজু বলল, 'ওরা কিন্তু আমাদের মোটরে উঠতে বলেনি কাকা।'

'তোমরা না বুঝলেও ওরা ঠিক জানত তোমার বাবার গুরুতর অসুখ ও হাসপাতালে ভর্তি হবার খবর শুনে তোমরা স্থির থাকতে পারবে না। তখনই হাসপাতালে ছুটবে। আর হাতের কাছে ওদের গাড়িতেই লিফট চাইবে। তারপর তোমাদের তুলে নিয়ে গুম করে মোটা টাকা মুক্তিপণ দাবী করবে।'

সুষমা আঁতকে উঠে বললেন, 'পথে ঘাটে তোরা আর বেরুসনি বাপু।'

সোমনাথের দিকে তাকিয়ে শশীনাথ বললেন, 'দাদা তুমি আজ তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরলে কেন?'

'কেন আবার।' সোমনাথ জবাব দিলেন, 'পার্স টা খোয়া গিয়ে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছিল। তাই অফিসে আর ভাল লাগছিল না।'

'ভাগ্যিস ফিরেছিলে,' শশীনাথ হেসে বললেন, 'নইলে ফিরে এসে আর ওদের দু'জনকে কোথাও খুঁজে পেতে না।

সেই রাতেই বিজুদের বাড়িতেই একটা দারুণ কাণ্ড ঘটে গেল।

ওরা দু'জন রোজ ভোরেই ঘুম থেকে ওঠে। পরের দিন সকাল প্রায় আটটা পর্যন্ত ওদের ঘুম না ভাঙ্গতে সুষমা দালানের ভেতর দিকে ওদের দরজায় অনেক ধাক্কাধাক্কি করে ওদের তুললেন।

সুষমার চাইতে ওরা দু'জন আরও বেশি অবাক। কোনদিনই ওদের সকালে ডেকে তুলতে হয় না। সেদিন এমন হলো কেন? ওদের মাথাটা তখনও বেশ ভারি ভারি। তখনই সুষমার নজর পড়ল বিজুদের ঘরের রাস্তার দিকে দরজার মাঝামাঝি একটা গর্ত দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। আর দরজার মাঝামাঝি কাটা অবস্থায় একদিকের খিল মেঝেতে পড়ে আছে বাকি অর্ধেকটা স্ক্রুর সঙ্গে ঝুলছে।

সুষমার চেঁচামেচিতে ছুটে এলেন সোমনাথ, শশীনাথ। সোমনাথ বললেন, 'একি ব্যাপার! চোর দরজা কেটে ঘরে ঢুকল আর তোমরা

কিছু জানতে পারলে না ?' শশীনাথ বললেন, 'ঘরে যেন কি একটা গ্যাসের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। ঘুম পাড়ানি গ্যাস মনে হচ্ছে।'

সুষমা বললেন, 'ওমা একি কাণ্ড! গ্যাস দিয়ে ওদের ঘুম পাড়িয়ে চোর দরজা কেটে ঘরে ঢুকেছিল! দেখ দেখ, কী কী চুরি হলো।'

এঘরে ওদের পড়ার বই ছাড়া বিশেষ কিছু থাকে না। সন্তু বিজু দেখল পড়ার টেবিলের ড্রয়ার ছ'টো হাট করে খোলা। বইয়ের সেলফ তছনছ করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল একটা টাইম পীস ও মারফি রেডিও ছাড়া আর কিছু খোয়া যায়নি।

শশীনাথ বললেন, 'যাক, বিশেষ কিছু চুরি যায়নি। তবে থানায় একটা খবর দিলে ভাল হতো।'

কিন্তু ভাইয়ের কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেন সোমনাথ, 'কি হবে থানায় খবর দিয়ে ? লাখ লাখ টাকার চুরির কিনারা করতে পারছে না পুলিশ। সামান্য একটা টাইম পিস আর রেডিও চুরির কথা কানেও নেবে না।'

সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে তক্তাপোষের নিচে হামা দিয়ে সেঁদিয়ে গেল সন্তু। ভেতর থেকে টেনে নিয়ে এল ধূলো-ময়লা ঝুল মাখা একটা ভাঙ্গা রেডিও। ব্যাক কভার খুলে বার করল সেই স্টোনটা। তারপর স্টোনটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, 'জানিস বিজু, জিনিসটা কারুকে দেখালে ভাল হতো, সত্যিই এটা ঝুটো কিনা। একটা কথা ভেবে দেখেছিস ? স্টোনটা ঘরে আনার পরই চুরির ঘটনাটা ঘটে গেল।'

বিজু বলল, 'কাকে দেখাবে সন্তুদা ? যার তার কাছে তো আর স্টোনটা নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।'

স্টোনটা ফের ভাঙ্গা রেডিওর মধ্যে রেখে সন্তু বলল, 'তা ঠিক ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে রে।'

মেজাজ ভাল না থাকায় সেদিন আর দূরে কোথাও গেল না

ওরা। সন্তু বলল, 'চল আজ কাছাকাছি মিউজিয়ামটা ঘুরে আসি।

গোটা মিউজিয়াম ঘুরে তিনতলায় উঠতে বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে বেজে গেল। ঘড়ি দেখে সন্তু বলল, 'চল এবার ফেরা যাক।

উত্তরদিকের হলটা দেখিয়ে বিজু বলল, 'এই ঘরটা দেখবে না সন্তুদা।

'কিসের হল এটা,' দরজা দিয়ে উঁকি মারল সন্তু, 'প্রেসাস্ স্টোনের হল দেখছি। চল এটাই বা বাকি থাকে কেন।' হলের ভেতরে পা বাড়াল ওরা।

মস্ত হলে সারি সারি সাজানো শো-কেস। সাধারণ দর্শক নামে মাত্র ঢোকে এই ঘরে। শো-কেসের ভেতর অসংখ্য স্টোনের প্রত্যেকটার লেবেল্ দেখে স্টোন চেনার আগ্রহ সাধারণ দর্শকের নেই। এই হলে বিশেষ গার্ডেরও ব্যবস্থা।

হৈ চৈ করে কাচ্চা বাচ্ছা সমেত বিহারীদের একটা বড় দল ওই হলে ঢুকে পড়ল। প্রথমে দু একটা শো-কেস দেখে মাঝ পথেই সোরগোল তুলে বাইরে চলে গেল। হলে তখন দর্শকের সংখ্যা বেশি নয়। আশ পাশে দু'একজন লোক ওদের সঙ্গে শো-কেসগুলো ঘুরে দেখছে।

হলের দরজার সামনের প্রথম শো-কেসের ভেতর সাজানো বিচিত্র বর্ণের স্টোনগুলো দেখতে লাগল ওরা। সব স্টোনের সঙ্গে রয়েছে তার পরিচয় পত্র। নামগুলো প্রায় দুর্বোধ্য।

'জানিস বিজু', সন্তু বলল, 'এগুলো সব জেনুইন স্টোন।'

বিজু হেসে বলল, 'মিউজিয়ামে ফলস্ স্টোন সাজিয়ে রাখবে কেন?'

সন্তু বলল, 'জেনুইন স্টোনের নিশ্চয় কিছু বিশেষত্ব আছে। তফাৎ আছে ফলস্ স্টোনের সঙ্গে'

'তাতো থাকবেই।'

'আর সেই ফারাকটা জানতে পারলে আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া স্টোনটা আসল না নকল কিছুটা ধরতে পারতুম আমরা।'

হলের বাইরে তখন মিউজিয়াম বন্ধের ঘণ্টা বাজছে। সন্তু ঘড়ি দেখল, পাঁচটা বাজে।

বিজুর কাঁধে হাত রাখল সন্তু, 'চল বিজু আজ সব দেখা হলো না। কালই আর একবার আসতে হবে।'

পরের দিন দুপুরে ময়দানে কিছুক্ষণ ক্রিকেট খেলা দেখে তিনটের পরই মিউজিয়ামে ঢুকল ওরা। সোজা উঠে গেল প্রেসাস স্টোনের গ্যালারীতে। হাতে ওদের দু'ঘণ্টা সময় ভাল করে দেখবে প্রেসাস স্টোনের গ্যালারী। এক একটা শো-কেসে বিচিত্র বর্ণের বিভিন্ন আকারের অসংখ্যা স্টোন। প্রতিটি লেবেলে কি অদ্ভুত নাম। বেশ কয়েকটা শো-কেস ঘুরে ঘুরে দেখল ওরা। বুঝতে চেষ্টা করল সন্তু, 'না অভিজ্ঞ কারুর সাহায্য ছাড়া স্টোনের ব্যাপারে কিছু বোঝা সম্ভব নয়।'

মিনিট দশেক পর শো-কেস থেকে মুখ তুলে সন্তু দেখল, তিনটে কেসের ওদিকে এক বয়স্ক ভদ্রলোক সামনের শো-কেসের ভেতর খুঁটিয়ে দেখে একটা বড় নোট বুকে কি যেন সব নোট নিচ্ছেন, খুব মনোযোগ দিয়ে।

ভদ্রলোককে দেখে থমকে দাঁড়াল সন্তু। বয়স ষাটের কাছাকাছি। মেদহীন শরীর। কামানো মুখ। চোখে রিমলেন্স চশমা। উজ্জ্বল ফর্সা রং। পরনে ছাই রঙের টেরিকট স্যুট। কলেজের প্রফেসর মনে হচ্ছে। অন্য কোন দিকে দৃষ্টি নেই ভদ্রলোকের। হলে যে আরও মানুষ আছে তাও যেন হুঁশ নেই। ঠিক খেয়াল করতে পারছে না ওরা ভদ্রলোক ওদের আগেই হলে ঢুকেছেন, না পরে। সাবধানে ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ভদ্রলোকের প্রেসাস স্টোন সম্বন্ধে বেশ ভাল জ্ঞান আছে।

প্রেসাস স্টোন নিয়ে হয়তো কোনো রিসার্চ টিসার্চ করছেন।

নোট বই থেকে হঠাৎ মুখ তুললেন ভদ্রলোক। সামনেই সন্তুকে দেখে বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকালেন, যেন ওঁর কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে ওরা। ফের নিজের কাজে মন দিলেন।

কিছুক্ষণ পরই আবার বিরক্ত মুখে ওদের দু'জনের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন, 'হোয়াই আর ইউ স্ট্যাণ্ডিং হিয়ার?

'আমরা স্টোন দেখছি।' জবাব দিল সন্তু।

'আরও অনেক গ্যালারী আছে, সেদিকে যেতে পার। ডোণ্ট ডিস্টার্ব মী।'

'কোথায় ডিস্টার্ব করছি আপনাকে, নিজের কাজ করুন আপনি।'

চোখের ইশারায় বিজুকে নিয়ে সরে দাঁড়াল সন্তু। ফিসফিস করে বলল, 'বুড়োর মেজাজ খুব তিরিক্ষি। তবে কিছু জানে মনে হচ্ছে। হীরে টিরে চেনে। বুড়োকে কব্জা করতে হবে দেখছি।'

খানিকটা দূরের শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ছোট পকেট বুকে নোট নিতে শুরু করল সন্তু। একটা শো-কেসের নোট নেয়া শেষ করে পাশের শো-কেসের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ওদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন ভদ্রলোক। বোধহয় বোঝার চেষ্টা করলেন, এই অর্বাচীন দুটো কি করছে ওখানে দাঁড়িয়ে।

বেলা পড়ে এসেছে। লোকজনের আর তেমন আনাগোনা নেই। নোট নিতে নিতে ওরা ফের বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছাকাছি হতে আবার বিরক্ত তিনি। কি ভেবে ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন ওদের দিকে, 'কি এত নোট নিচ্ছ তোমরা?'

'দেখতেই পাচ্ছেন, স্টোনের।' গম্ভীর হয়ে জবাব দিল সন্তু।

'স্টোনের কিছু বোঝ তোমরা?'

'বুঝি না, বোঝার চেষ্টা করছি।'

'কি পড়? জিওলজী?'

'হ্যাঁ।' জবাব দিল সন্তু।

'আই সী।' ওদের দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে কি বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর ফের এগিয়ে গেলেন পাশের শো-কেসের দিকে।

'স্যার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

নিরুত্তরে ভ্রূ কোঁচকালেন সন্তুর দিকে তাকিয়ে। ভদ্রলোকের চাউনি এখন আর তেমন খর নয়।

সন্তু বলল, 'এখানে যেসব স্টোন আছে, সবগুলো নিশ্চয়ই জেনুইন ?'

'জেনুইন নয়তো কি এত পয়সা খরচ করে ফলস্ স্টোন সাজিয়ে রেখেছে। এই বুদ্ধি নিয়ে জিওলজী পড় !'

'না-না তা বলছি না।' সলজ্জ হাসল সন্তু।

'তবে কি বলতে চাও শুনি ?'

'বলছি, আসল আর নকলের তফাৎ কি করে বোঝা যায় ?'

বৃদ্ধ হতবাক হয়ে তাকালেন সন্তুর মুখের দিকে। তারপর কড়া গলায় ধমকে উঠলেন, 'তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি বলতো, সাদা কথায়। বিভিন্ন গ্রেডের স্টোন চিনতে এসেছো, না শুধু আসল আর নকলের ফারাক বুঝতে এসেছো ?'

'না-না আমরা স্টোন চিনতেই এসেছি,' হাসিমুখে তাকাল সন্তু। 'কিন্তু আসল আর নকলের ডিফারেন্স না বুঝলে তো কোন কাজ হবে না।'

'ইয়েস, ইউ আর রাইট,' ভদ্রলোকের কথার সুরটা এবার একটু নরম। 'বাজারে মুড়ি-মুড়কির মতো ইমিটেশন স্টোন বেরিয়েছে। ফলস্ আর জেনুইন স্টোন চেনা ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। চিনতে একটা লাইফ কেটে যায়।'

বেল্ বাজছে। মিউজিয়াম বন্ধের সময় হয়ে এসেছে। পাঁচটা বাজতে আর দেরী নেই। গেটে প্রহরীদের হাঁক শোনাগেল। চোখ

থেকে চশমা খুলে বুক পকেটের খাপে রাখলেন ভদ্রলোক। করিডোর দিয়ে তিনজন এগিয়ে চলল পাশাপাশি।

সাহস করে বিজু বলল, 'আপনার বাড়ির ঠিকানাটা যদি দেন—একদিন যাব।'

'ওহ্ নো-নো-নো। তোমাদের সঙ্গে বাজে বকবার সময় নেই। আই অ্যাম অলওয়েজ বিজি।'

সন্তু মিনতি করল, 'আপনার সুবিধা মতো যে কোনো একদিন যদি সময় দেন।'

'নো-নো, ইমপসিবল্, সময় নেই আমার।'

মিউজিয়ামের বাইরে বড় রাস্তায় নামতেই পশ্চিম দিক থেকে ছুটে এল একটা নীল রঙের মোটর। গাড়িতে ওঠবার আগে সন্তুর পিঠে হাত রাখলেন, 'ক্যারী অন্ মাই বয়। একদিন সব জানতে পারবে। আমি অধ্যাবসায়ে বিশ্বাস করি।'

ভদ্রলোক ব্যাক সীটে উঠে বসতেই হুশ করে দক্ষিণদিকে বেরিয়ে গেল গাড়িটা।

মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে সন্তু বলল, 'আজ একটা খুব বড় চান্স মিস্ করলুম রে। বুড়ো ঠিক বলে দিতে পারত আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া স্টোনটা ফলস্ না জেনুইন।'

বিজু বলল, 'বুড়োর যা মেজাজ। ধারে কাছে মেশাই মুস্কিল।'

পর পর আরো দু'দিন ওরা মিউজিয়ামে গেল। এই দু'দিনের মধ্যে একদিনও এলেন না প্রফেসর। কিন্তু তৃতীয় দিনে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। চৌরঙ্গী আর লিণ্ডসে স্ট্রীটের মোড়ের কাছাকাছি রাস্তা পার হবার সময় ওদের প্রায় পিছনেই ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল একটা মোটর। চমকে সরে দাঁড়াবার আগেই হাসির শব্দ শুনল। ওরা পিছন ফিরে হতভম্ব। সেই নীল রঙের গাড়িতে ব্যাক সীটে বসে আছেন প্রফেসর ভদ্রলোক। গলা বাড়িয়ে বললেন, 'হ্যালো ইয়ং মেন, কোথায় চলেছো দু'জনে?

'কোথাও না স্যার। বিনীত কণ্ঠে বলল সন্তু, 'আপনার সঙ্গে এভাবে আবার দেখা হবে ভাবতে পারিনি।

হাসলেন প্রফেসর, 'তোমাদের মাথা থেকে ফলস্ স্টোনের ভূত নেমেছে তো ?'

সলজ্জ হাসল ওরা। ঘাড় চুলকে সন্তু বলল, 'আপনার ঠিকানাটা দিলেন না স্যার ?'

'ঠিকানা ! আমার ঠিকানা নিয়ে কি করবে ?' এক পলক কি চিন্তা করে হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, 'আমি এখন স্যুইটে ফিরছি। আমার সঙ্গে আসতে পার। ঘণ্টাখানেক তোমাদের টাইম দিতে পারি।'

যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল ওরা। ব্যাক সীটের মাঝখানে সরে বসলেন প্রফেসর। ওরা দু'জনে বসল প্রফেসরের দু'দিকে। নিউমার্কেট ছাড়িয়ে গাড়ি বাঁক নিল ডানদিকে।

প্রফেসরের মেজাজ এখন বেশ প্রসন্ন। রিয়ার উইণ্ডোর সামনে থেকে নামিয়ে আনলেন খান চারেক মোটা বই। আনকোরা নতুন। একখানা বইয়ের পাতা উলটে বললেন, 'আজই কিনেছি বইগুলো। জুয়েলস সম্বন্ধে এতে ডিটেলড অ্যানালিসিস আছে।'

প্রফেসরের দু'দিক থেকে ওরা দু'জন ওনার কোলে রাখা বইখানার দিকে ঝুঁকল। অসংখ্য রঙীন জুয়েলসের ছবি। নিচে সে গুলোর পরিচয়। বইয়ের দামী কাগজ আর সুন্দর প্রিণ্ট দেখেই বোঝা যায় কোনো বিদেশী প্রকাশকের বই। দামও নিশ্চয় অনেক। হীরের ছবি দেখিয়ে প্রফেসার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বিচিত্র নামের হীরে, বিচিত্র তাদের ইতিহাস।

ড্রেসডেন, ফ্লোরেনটাইন, হোপ, আলফ। কোনটার রঙ হাল্কা লেবু, কোনটা নীল, হাল্কা সবুজ, সোনালী। কোনটা স্বদেশী, কোনটা বিদেশী।

আরও অনেক হীরের ছবি আর তাদের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলেন

প্রফেসর। গাড়ি তখন একটা মালটি স্টোরিড বিল্ডিং-এর গেটে ঢুকছে। বাড়িটা ঠিক কোন্ অঞ্চলে বুঝতে পারল না ওরা। আশপাশের বাড়ি ঘর দেখে মনে হয় পার্ক সার্কাসের কাছাকাছি কোন অভিজাত পল্লী। পথে লোকজনের যাতায়াত খুব কম।

সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসছে। পোর্টিকোর নিচে ওদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নেমে গেল আণ্ডার গ্রাউণ্ড গ্যারেজে।

বিজু সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে খালি অটোলিফটে ওঠলেন প্রফেসর। দরজা বন্ধ হতে প্রফেসর একটা বোতাম টিপতেই বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে চলল লিফট্। নির্দিষ্ট ফ্লোরে পৌঁছে, লিফটের বাইরে এসে করিডোরের এক পাশের সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির একেবারে ছাদে উঠে এল ওরা। মাথার ওপর তারা জ্বালা প্রকাণ্ড আকাশ। দূরে মর্ত সীমায় কুয়াশা-মলিন দিগন্ত। জ্বলে উঠেছে সারা কলকাতার আলো। থমকে দাঁড়িয়ে গেল বিজু সন্তু। যেন স্বর্গের কাছাকাছি উঠে এসেছে ওরা। ওদের পায়ের নিচে পৃথিবী।

প্রকাণ্ড ছাদের মাঝামাঝি একটা বড় ঘরের দরজার তালা খুললেন প্রফেসর। সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোয় ঝলসে উঠল একটা মাঝারি সাইজের ঘর। মেঝেতে লাল গালচে। দামী ঝকঝকে সোফা, কোচ, সেণ্টার টেবিল। এক কোণে স্ট্যাণ্ডের ওপর টি, ভি, আর এক কোণে স্টিরিও রেডিও গ্রাম। ওদের ঠিক সামনে বড় বুক কেস। ওরা যেন এ যুগের ইন্দ্রপুরীতে উঠে এসেছে। প্রফেসরের সামনা-সামনি সোফায় বসল ওরা। সেণ্টার টেবিলে প্রফেসরের নাম লেখা প্যাড—প্রফেসর টি· এস· সোম। প্রফেসর যে এমন ধনী, সেটা চিন্তার ধারে কাছেও আনতে পারেনি ওরা।

ওদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসলেল প্রফেসর সোম, 'কি খাবে বল? হট্ অর্ কোল্ড।'

বিজু হাসল, 'যা হোক।'

বেয়ারাকে কফি দিতে বলে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর সোম,

'জাস্ট এ মিনিট।' পর্দা সরিয়ে চলে গেলেন পাশের ঘরে। খানিক বাদেই ফিরে এলেন একটা নীল ভেলভেটের বাক্স নিয়ে। বাক্সটা সেণ্টার টেবিলে রেখে সামনের একটা ছোট বোতাম টিপতেই লাফিয়ে উঠল ওপরের ডালা। আর পলকে ওদের চোখগুলো ঝলসে উঠল যেন।

একি দেখছে ওরা! লাল ভেলভেটের ওপর বিভিন্ন খোপে সারি সারি সাজানো রয়েছে ডজনখানেক নানা রঙের জুয়েলস্। হীরে, পোখরাজ, চুনী, গোমেদ, আরও কতরকম রত্ন, তাদের নামও জানেনা ওরা। সেণ্টার টেবিলে জুয়েলস্-এর বহু মুল্য কেসটা রেখে ফের উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর সোম, 'তোমরা ততক্ষণ জুয়েলগুলো দেখ। আমি জামা কাপড় বদলে একটু তৈরি হয়ে আসি।'

প্রফেসর সোম পর্দার আড়ালে চলে যেতে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল ওরা। হতবাক হয়ে গেছে দু'জনেই। ওদের সঙ্গে প্রফেসর সোমের মাত্র কয়েক ঘণ্টার পরিচয়। লক্ষ কোটি টাকা দামের জুয়েলস্ ওদের সামনে রেখে ভেতরে চলে গেলেন। এত বিশ্বাস করেন মানুষকে। ওই রুক্ষ আবরণের ভেতর ওনার এমন উঁচু মনের কথা ভাবতেও পারেনি ওরা। ঘরে আর কেউ নেই ; যে কেউ হলে জুয়েলগুলো নিয়ে দরজা খুলে মুহূর্তে লিফটে নিচে নেমে অনায়াসে সরে পড়তে পারে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই ফিরে এলেন প্রফেসর সোম। নীল স্ট্রাইপ দেওয়া পাজামার ওপর কিমোনো। পায়ে জাপানী ঘাসের স্লিপার।

'তারপর, কেমন দেখলে স্টোনগুলো?' ওদের উল্টোদিকের সোফায় বসে হাসলেন।

'দারুণ!'

'অদ্ভুত!'

উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ওরা।

বিজু বলল, 'আপনার কাছে এত সুন্দর সুন্দর জুয়েলস্ আছে

ভাবতে পারিনি আমরা।'

ফের উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর সোম, 'তাহলে আরও কিছু জুয়েলস্ দেখাই তোমাদের।' দু'ঘরের মাঝের পর্দা সরিয়ে ওদিকে ঘরে চলে গেলেন। ফিরলেন আরও একটা নীল ভেলভেটের কেস্ হাতে নিয়ে। রাখলেন সেণ্টার টেবিলে। আগের কেসটার পাশে। হাতে তুলে নিলেন ঢালাই কাচের ঢেলার মতো কয়েকটা জিনিস।

হাসলেন প্রফেসর সোম, 'কি বুঝতে পার; এগুলো রিয়েল জুয়েলস্।'

সন্তু বিজু দু'জনেই অবাক। প্রফেসরের হাত থেকে একটা পিণ্ড তুলে নিল, 'বলেন কি স্যার এগুলো অরিজিনাল স্টোন ?'

'ইয়েস মাই বয়, এগুলো আনকাট্ জুয়েলস্। বেলজিয়াম, আমস্টারডাম থেকে ফিনিস্ড হয়ে আসবে।'

বড় ট্রে হাতে ঢুকল বেয়ারা। সেণ্টার টেবিলে নামিয়ে রাখল কফি পট। প্লেটে সল্টেড কাজু, কেক, পেস্ট্রি।

কফির কাপ তুলে নিলেন প্রফেসর সোম, 'নাও খেয়ে নাও। খেতে খেতে কথা হবে।'

কফির পর প্রায় ঘণ্টাখানেক ওদের অনেক কিছু বোঝালেন প্রফেসর সোম। পৃথিবীর কোথায় হীরের খনি আছে। জানালেন কিভাবে উচ্চ চাপ ও তাপে কৃত্রিম হীরে তৈরি সম্ভব হয়েছে।'

'জাস্ট এ মিনিট।' হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর সোম, 'একটা ক্যাপসুল্ খেতে ভুলে গেছি। বসো, এখনি আসছি।'

পর্দা সরিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

সন্তুর পাশে আরও ঘেসে বসল বিজু, ফিস ফিস করে বলল, 'প্রফেসর সোমের সঙ্গে আর একদিন অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করলে ভাল হয়না ?'

'কিসের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ?'

'আমাদের সেই স্টোনটা ওনাকে দেখালে হয়না ? আসল না

নকল জানা যেত।'

'তোর আগেই আমি ভেবেছি।' গম্ভীর হলো সন্তু।

হঠাৎ ওদের কান খাড়া হয়ে উঠল। তিনবার ঝন্ ঝন্ করে বেজে উঠল কলিং বেল। বেয়ারা ছুটে এসে দরজা খুলে দিল।

কিন্তু যে দু'জন ঘরে ঢুকল, তাদের দেখে সন্তু বিজু কথা বলতে ভুলে গেল। ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও বেশি অবাক হতো না। চিড়িয়াখানায় দেখা সেই শিখ আর চীনা লোক দু'টিকে এখানে দেখবে ভাবতেও পারেনি ওরা।

ওদের দেখে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল চীনা লোকটি, 'হ্যাল্লো —হ্যাল্লো—হ্যাল্লো—আমাদের ইয়ং ফেলাস্ এসে গেছে দেখছি।'

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন, প্রফেসর সোম। ওদের দেখে হাসতে গিয়েও গম্ভীর হলেন। তারপর চোখের ইশারায় ওদের পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন।

মাঝের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু বন্ধ দরজার ওদিক থেকে তিনজনের উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে এল। সব কথা স্পষ্ট শোনা গেল না। কয়েকটা অসংলগ্ন সংলাপ শুধু ভেসে এল।

প্রফেসর সোমের কণ্ঠস্বর, 'কুরবন্ত সিং—জিয়াং কিং আজ তোমাদের এখানে আসার কথা ছিল না।'

জিয়াং কিং-এর অস্পষ্ট জবাব। প্রফেসর সোমের উত্তেজিত কণ্ঠ, 'আমার সমস্ত প্ল্যান তোমরা আপসেট করে দিলে।'

কুরবন্তের কণ্ঠে প্রতিবাদ।

প্রফেসর সোমের কণ্ঠ, আরও উত্তেজিত 'এখন যা ভাল বোঝো করো তোমরা। তার মধ্যে আমি নেই।'

'ঠিক আছে-ঠিক আছে,' হা-হা করে হেসে উঠল জিয়াং কিং, 'এখন হোল্ কেসটা আপনি আমাদের হাতে ছেড়ে দিন প্রফেসর।' ড্রয়িং রুমে ফিরে এল জিয়াং কিং, কুরবন্ত সিং। প্রফেসর সোমকে ওদের সঙ্গে দেখা গেল না।

সন্তু বিজু এখন একটা গভীর ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছে। চিড়িয়াখানা···মিউজিয়াম···প্রফেসর সোম···জুয়েলস্ একটার সঙ্গে আর একটার নিবিড় যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছে। ওরা ভাবতে পারেনি প্রফেসর সোমও জিয়াং কিং-এর দলের লোক।

কিন্তু কেন? সেই কুড়িয়ে পাওয়া হীরেটার জন্যে? তবে কি হীরেটা ফলস্ নয়। যাচাই না করেও সন্তু এখন বেশ বুঝতে পারছে, ওটা জেনুইন হীরে। ওটার দাম কোটি টাকাও হতে পারে। কিন্তু দেখতে সুন্দর হলেও ওটা ফলস্, এমন ধারণা সৃষ্টি করার জন্যেই কি চিড়িয়াখানায় সেই নকল হীরে কেনা বেচার অভিনয় করা হয়েছিল? জিয়াং কিং, কুরবন্ত সিংকে ওরা সন্দেহ করছে বুঝে কি তারা সরে দাঁড়িয়ে সেই গুপ্তা আর মুখার্জীকে এগিয়ে দিয়েছিল?

ওরা ভেবেছিল জঞ্জাল থেকে কুড়িয়ে হীরেটা ফলস্ অনুমান করে ওরা সেটা ওদের পড়ার ঘরে যেখানে সেখানে ফেলে রাখবে। তাই গ্যাস দিয়ে ওদের অজ্ঞান করে দরজা কেটে ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হয়ে ষড়যন্ত্রের আরও বিস্তৃত জাল ছড়িয়েছে। এখন বেশ বুঝতে পারছে—হীরে কুড়িয়ে পাওয়ার দিন থেকেই প্রতি মুহূর্তে ওরা তাদের অনুসরণ করে আসছে।

কিন্তু ডাস্টবিনে হীরেটা এল কেমন করে? আর ওরা নিজেরাই বা সেটা কুড়িয়ে নেয়নি কেন? সমস্ত ব্যাপারটাই একটা গভীর রহস্য।

সন্তুরা বুঝতে পারছে না, এখানে ওদের আনার উদ্দেশ্য কি। তবে বুঝতে পারছে—সহজে এখান থেকে চলে যেতে পারবে না। কিন্তু ওরা যে ভয় পেয়েছে তা জানতে দেবেনা ওদের।

আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুলে সন্তু বলল, 'প্রফেসর সোম কোথায় মিঃ জিয়াং কিং?'

ওদের উলটোদিকের সোফায় বসে জিয়াং কিং বলল, 'কেন বলত? কিছু দরকার আছে?'

'না, তেমন কিছু নয়, অনেকক্ষণ এসেছি, এবার যাব আমরা।'

'আরে যাবে যাবে ··এত তাড়া কিসের,' গোঁফ দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে মূলোর মত দাঁত বের করে হাসল কুরবন্ত সিং, 'প্রফেসর সোম ডিনার না খাইয়ে কারুকে ছাড়ে না।'

বিজু বলল, 'না বাড়িতে আমরা কিছু বলে আসিনি তো। দেরি হলে বাবা রাগ করবেন।'

সরু গোঁফের ফাঁকে হাসল জিয়াং কিং, 'আরে তার জন্যে ভাবনা কি। তোমাদের বাড়ি আমরা ঠিক খবর দিয়ে দেব।'

'না মিঃ কিং, ডিনার আর একদিন খাব। আজ চলি আমরা।' সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল সন্তু। সেই সঙ্গে বিজুও।

'আরে বসো বসো খোকাবাবুরা,' সিগারেট ধরাল জিয়াং কিং। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এখান থেকে যাবার আগে আমাদের একটা ছোট্ট কাজ করে দিতে হবে তোমাদের।'

'কি কাজ?' সোফায় বসে ফের হেলান দিল সন্তু।

সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে জিয়াং বলল, 'ফলস্ স্টোনটা কোথায় সন্তুবাবু?'

ঠোঁটের কোণে হাসল সন্তু, 'স্টোনটা যে ফলস্ নয়, তা আমরা জানি মিঃ কিং।'

'স্টোনটা আমার চাই,' বলল কুরবন্ত।

'হাসালেন মিঃ সিং,' হাঁটুর ওপর একটা পা নাচাতে নাচাতে বলল সন্তু, 'স্টোনটা কি আমরা পকেটে নিয়ে ঘুরছি।'

'তা আমরা জানি। স্টোনটা বাড়িতে কোথায় রেখেছ?'

'আমার ভাইয়ের পড়ার ঘরে।'

'না, তোমরা ঠিক বলছ না।'

'কি করে জানলেন?'

'জানি।'

'ও তাহলে সেদিন সেদিন আপনারাই গ্যাস দিয়ে আমাদের অজ্ঞান করে হীরে খুঁজতে গিয়েছিলেন?'

'সন্তু বাবু', পোড়া সিগারেটটা সেণ্টার টেবিলের ছাইদানে গুঁজে দিল জিয়াং, 'ওই ডায়মণ্ডটা আমাদের চাই-ই। কোথায় রেখেছো জানাতে দেরী হলে তোমাদেরও বাড়ি ফিরতে দেরী হবে।'

কুরবন্ত সিং যোগ করল, 'ও ঝুটো জিনিসটা নিয়ে ঝুটঝামেলা করে তোমাদের কি নাফা খোকাবাবু। ওটা কোথাও সেল্ করতে গেলে তোমরা পুলিশের খপ্পরে পড়ে যাবে। তোমাদের জেলও হয়ে যেতে পারে।'

'সে আমরা বুঝবো মিঃ সিং,' হাসল সন্তু। 'আপনার কাছে আমরা উপদেশ চাইনা। আমাদের যেতে দেবেন কিনা বলুন।'

'সে তো আমরা আগেই বলেছি সন্তুবাবু। জিনিসটা কোথায় আছে জানালেই তোমরা বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।'

'না মিঃ সিং,' সেণ্টার টেবিল থেকে একটা ইংরিজি ম্যাগাজিন টেনে নিল সন্তু, 'ডায়মণ্ডটা আমাদের, ওটা আমাদের কাছেই থাকবে। আপনারা যা খুশি করতে পারেন।'

'তাহলে আমাদেরও আর কোন অন্য রাস্তা নেই।'
দাঁড়িয়ে উঠল কুরবন্ত সিং।

সন্তু, বিজু এখন বুঝতে পারছে, না জেনে ওরা বাঘের গুহায় পা দিয়েছে। ওদের সামনে বসে রয়েছে দু'টো সাংঘাতিক ক্রিমিনাল। সম্ভবতঃ সারা দুনিয়ায় ছড়ানো রয়েছে এদের ষড়যন্ত্রের জাল। ডাস্টবিনে পাওয়া হীরেটা ওদের হতে পারে, বা এদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী দলের। তাই লক্ষ লক্ষ টাকা দামের হীরেটা এদের হাতে তুলে দিয়েও নিষ্কৃতি নেই।

সন্তু জানে, এদের কাছে মানুষের প্রাণের কোন মূল্য নেই। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, টাকার জন্যে এরা পারে না এমন কোন ঘৃণিত কাজ নেই। মানুষকে এরা কুকুর বেড়ালের মতো মারতে পারে।

কিন্তু বাঁচতে হলে তাদের এখন প্রচুর সাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি চাই বিপদে স্নায়ু-শক্তি, সাহস হারানো কোন কাজের কথা নয়।

মৃত্যু-ভয়কে জয় করতেই হবে।

জিয়াং কিং আর কুরবন্ত সিং-এর মুখের চেহারা এখন অন্যরকম। হীরেটা হাতের মুঠোয় না পাওয়া পর্যন্ত এরা থামবে না।

ট্রাউজারসের গোপন পকেট থেকে একটা ছোট বিদেশী অটোমেটিক পিস্তল বার করে সেণ্টার টেবিলে রাখল জিয়াং কিং। দামী বিদেশী গ্যাস লাইটারে সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এই তা হলে তোমাদের শেষ কথা?'

কিং-এর কথার জবাবে সন্তু ঠোঁটের কোণে হাসল শুধু। ঘরের মধ্যে পাষাণ-স্তব্ধতা। কুরবন্ত সিং ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে টি. ভি.-র সামনে দাঁড়িয়ে কভার তুলে নব্‌গুলো অকারণে ঘোরালো। স্টিরিওর একটা স্পিকারের সামনেও তু'একবার দাঁড়াল। এটা ওটা টানাটানি করে বলল, 'মিছিমিছি তোমরা লাইফ রিস্ক করছ।'

বিদেশী পিস্তলটার দিকে বার বার চোখ পিছলে যাচ্ছে বিজুর; সন্তুরও। ওই অস্ত্রটা তাদের দেখানোর উদ্দেশ্য কি? শুধু কি ভয় দেখানো, না আরও সাংঘাতিক কিছু! একটা অজানা ভয় তুষার স্রোতের মতো তাদের শিরদাঁড়া বেয়ে নামছে। সন্তুদার ওপর ভরসা বিজুর। তাই এমন একটা সাংঘাতিক বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেও সে প্রায় নিশ্চিন্ত।

সন্তু দেখছে পিস্তলটা টেবিল, জিয়াং কিং আর তাদের তু'জনের মাঝখানে পড়ে আছে। খপ্‌ করে পিস্তলটাকে তুলে নিয়ে ক্রিমিনাল তু'টোকে কব্জার মধ্যে আনতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবল—সে চেষ্টা না করাই ভাল। পিস্তলে গুলি নাও থাকতে পারে। পিস্তল চালাবার কলকব্জা তার জানা নেই।

টেবিল থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে ফের ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দিল জিয়াং কিং। উঠে দাঁড়িয়ে হাসল, 'লাস্ট চান্স হিসাবে তোমাদের এক ঘণ্টা ভাববার সময় দিচ্ছি। তোমাদের

ডিসিসন্ জেনে আমরাও ফাইনাল ডিসিসন্ নেব। বাই…বাই।'

পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল ওরা দু'জন। চাবি ঘুরিয়ে দু'ঘরের মাঝের দরজা 'লক' করার শব্দ শোনা গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর ওদের ঘরের সামনের দরজাতেও আর একটা ক্লিক শব্দ শোনা গেল। অর্থ এখন পরিষ্কার, এ ঘর থেকে বেরুবার আর কোন পথ রইল না।

জুতোর শব্দ মিলিয়ে গেল দূরে। এক ঘণ্টা কেন, সারা রাতও ওরা না ফিরতে পারে।

বেশিরভাগ দিনই সন্ধ্যের মধ্যেই বাড়ি ফেরে বিজু সন্তু। সোমনাথ বাবুর কড়া হুকুম সন্ধ্যের পর এক মিনিটও যেন দেরী না হয় ফিরতে। কিন্তু আট'টার মধ্যেও ওরা না ফিরতে সুষমা বেশ চিন্তিত হলেন। এক একদিন ফিরতে দেরী হলে, সদর রাস্তা দিয়ে না ফিরে পেছনের খিড়কির দরজা দিয়ে ফেরে। তাই দু'দিকের দরজার দিকেই নজর রাখছিলেন। ওদের ফিরতে দেরী হবার খবর সোমনাথ ও শশীনাথকে জানাতে সাহস করছিলেন না। কিন্তু ন'টার মধ্যেও না ফিরতে আর স্থির থাকতে পারলেন না। দোতলায় উঠে স্বামীকে ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ওগো শুনছো ?'

একটা বেশ জমাটি উপন্যাস পড়ছিলেন সোমনাথ। বই থেকে চোখ না সরিয়ে বললেন, 'শুনতে পাচ্ছি। বল কি বলবে।'

'বিজু সন্তু এখনো বাড়ি ফেরেনি।'

'অ্যাঁ, কি বললে ?' বই ফেলে গর্জে উঠলেন, 'নবাব পুত্তুররা এখনো বাড়ি ফেরেনি ?'

খবর পেয়ে শশীনাথও ছুটে এলেন।

সোমনাথ বললেন, 'ছেলে দু'টোর আস্পর্ধা তো কম নয়। দাঁড়াও দেখাচ্ছি আজ। ফিরলে পিঠের ছাল তুলে নেব।'

শশীনাথ বললেন, 'সে তো পরের কথা। আগে দেখ ছেলে দু'টোর কিছু হলো কিনা।'

সুষমা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কে জানে সন্তু আবার কোথাও কিছু ঝামেলা বাঁধিয়ে বসল কিনা।'

বুক টিপ্ টিপ্ করে উঠল সুষমার।

তু'ভাই এক সঙ্গে পথে বেরিয়ে পড়লেন। কয়েকটা বাড়িতে পাড়ার ছেলেদের কাছে ওদের খবর নেবার চেষ্টা করলেন। কোন হদিশ পেলেন না বিজু সন্তুর। ব্যাপার বেশ গোলমেলে মনে হলো।

চিন্তিত মুখে শশীনাথ বললেন, 'আমার মনে হয় দাদা থানাতে একটা খবর দিলে ভাল হয়। পথে ঘাটে কিছু হলো কিনা কে জানে।

গলা শুকিয়ে গেল সুষমার। কপালে হাত ঠেকালেন, 'ওদের ভাল রেখো ঠাকুর।'

গায়ে চাদর জড়িয়ে তু'ভাই তখনই থানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।

সুষমা বলেছিলেন, 'রান্না হয়ে গেছে, খেয়ে যাবে নাকি।' শুনেও শোনেন নি ওঁরা।

থানা অফিসার নীরদ মুখুজ্জে বললেন, 'আজ ঠিক কখন ওরা বেরিয়েছেন জানেন ?'

'তুপুর নাগাদ,' জানালেন সোমনাথ, 'খেয়ে উঠেই বেরিয়েছে। ক'দিনই নাকি বেরুচ্ছে। তবে সন্ধ্যা নাগাদই রোজ ঘরে ফেরে। এত দেরী কোনদিনই হয় না।'

'পাড়ায় ভাল করে খবর নিয়েছেন, কারুর বাড়িতে আড্ডা দিচ্ছে কিনা ?'

শশীনাথ জবাব দিলেন, 'খবর নিয়েছি, পাড়ায় কোথাও নেই।'

নীরদ মুখুজ্জে চিন্তিত মুখে বললেন,'ওদের আচরণে অস্বাভাবিক কিছু দেখেছেন ?'

'না কই তেমন কিছু দেখিনি।'

নীরদ মুখুজ্জে বললেন, 'পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে আপনাদের বাড়িতে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে ?'

দুই ভাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন। শশীনাথ বললেন, 'সেই চুরির ব্যাপারটা বলনা দাদা।'

'চুরি ? কোথায়, আপনাদের বাড়িতে ?' সামনে ঝুঁকলেন থানা অফিসার।

'না, তেমন কিছু নয়,' জবাব দিলেন সোমনাথ, 'গত রবিবার নিচে ছেলেদের ঘরে চোর এসেছিল। তবে একটা পুরনো রেডিও আর টাইমপীস ছাড়া আর কিছুই চুরি যায়নি।'

'তা হলেও থানায় রিপোর্ট করা উচিত ছিল আপনাদের।' মৃদু তিরস্কার করলেন নীরদ মুখার্জী, 'তুচ্ছ ঘটনা মনে হলেও ব্যাপারটা সামান্য নাও হতে পারে। চোর কিভাবে ঘরে ঢুকেছিল ? জানলার গরাদ সরিয়ে ?'

'না ঘরের ভেতর গ্যাস স্প্রে করে, আমাদের ছেলেদের অজ্ঞান করে। তারপর দরজা কেটে চোরেরা ঘরে ঢুকেছিল।'

'মিস্টিরিয়াস্ ঘটনা। অথচ বলছেন ঘরে বিশেষ কিছু চুরি যায়নি ! ভালো করে দেখেছেন ?'

দু'ভাইয়ের মুখের দিকে চেয়ে কি যেন বোঝার চেষ্টা করলেন থানা অফিসার। তারপর জানালেন, 'আচ্ছা, এখন বাড়ি ফিরে যান আপনারা। লালবাজারে মিসিং স্কোয়াডে মেসেজ পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিছু খবর থাকলে জানতে পারবেন। বাড়ি থেকে আর কোথাও যাবেন না এখন।'

'হ্যাঁ আর একটা ব্যাপার ঘটেছিল ক'দিন আগে।' চেয়ার ছেড়ে উঠেও ফের বসলেন শশীনাথ। হেসে বললেন, 'কদিন আগে সার্কাস দেখে ফেরার সময় আমাদের পাড়ার ডাস্টবিন থেকে একটা ঝুটো কাচ কুড়িয়ে পেয়েছিল ওরা।

'ওরা মানে ?'

'মানে আমার ভাইপো বিজু আর ভাগ্নে সন্তু।'

'ঝুটো কাচ, সে আবার কি ?'

'দেখতে অনেকটা হীরের মতো। মানে ইমিটেশন হীরের মতো আর কি।'

'কি করে বুঝলেন ইমিটেশন্? আসল হীরেও তো হতে পারে।'

'কি যে বলেন,' হেসে উঠলেন সোমনাথ, 'আসল হীরে কি কেউ ডাস্টবিনে ফেলে দেয় ?'

'জিনিসটা দেখাতে পারেন ?'

'না, সেটা ওরা কোথায় রেখেছে জানিনা। বোধ হয় ফেলে টেলে দিয়েছে, নয়তো পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'খুব ভুল করেছেন আপনারা,' ছ'ভাইয়ের দিকে এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন নীরদ মুখার্জী, 'ঈশ্বর না করুন ওই ঝুটো হীরের জন্যই হয়তো আপনাদের ছেলেরা কোন সাংঘাতিক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে।'

* * *

কিং আর সিং-এর দল চলে যেতে নরম সোফার পিঠে হেলান দিয়ে বসল বিজু। চোখ বুজিয়ে বলল, 'সন্তুদা, রাতে খেতে টেতে দেবে তো আমাদের ?'

আর একটা সোফায় হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল সন্তু। হেসে বলল, 'শুনলি না প্রফেসর সোম ডিনার না খাইয়ে ছাড়েন না কারুকে।'

'হ্যাঁ, শুধু ডিনার কেন ?' আরও যোগ করল বিজু, 'কাল সকালে ব্রেক ফাস্ট, ছপুরে লানচ, রাতে ফের ডিনার। তা বেশ তোফা আরামে এখানে থাকা যাবে, কি বলো ?'

ছ'জনেই খানিক চুপচাপ। গ্রীল দেওয়া জানলার ওপারে

তারা-ভরা আকাশ। দূরে দূরে আরও দু'একটা হাইরাইজ বিল্ডিং। জানলায় তীব্র আলোর ঝলকানি। অনেক নিচে মাঝে মাঝে মোটরের হর্নের অস্পষ্ট শব্দ।

'আচ্ছা সন্তুদা।'

'বল।'

'এই বাড়িটা কলকাতার ঠিক কোন্ জায়গায় বলতো।'

'ঠিক বলতে পারব না। এদিকে তো আসিনি কোনদিন। গাড়িতে প্রফেসর সোম তখন জুয়েলসের বই খুলে ছবি দেখাচ্ছিলেন। রাস্তার দিকে নজর দিতে পারিনি।'

'এখন বেশ বুঝতে পারছি, সব কিছু বেশ প্ল্যান করে করেছে এরা। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি আমরা।'

বিজু ফের বলল, 'বাড়িটা কত ফ্লোরে বলতো।'

'তাও জানা গেল না। কারণ অটো লিফটের ভেতর ইণ্ডিকেটার বোর্ড-এর সব আলো জ্বলছিল না। তবে এই রুমটা একেবারে টপ ফ্লোরে। দেখলিনা, লিফট শেষ হয়ে যাবার পর আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়েছে। তবে লক্ষ্য করেছি, ছাতে এই দু'খানা ছাড়া আর কোন ঘর নেই। ঘর দু'খানা রাস্তার ধারে নয়, ছাদের মাঝামাঝি। ঘরের পেছনদিকে জলের দু'টো বড় বড় ট্যাঙ্ক।'

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বিজু বলল, 'সত্যি সন্তুদা, এখান থেকে নিচের রাস্তা-টাস্তা একদম দেখা যায় না। এখান থেকে সারারাত চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না।'

সন্তু বলল, 'জানিস বিজু, খুব থ্রিলিং লাগছে। রহস্য কাহিনীর হিরোর মতো আমরা সত্যিই কিড্ন্যাপ্ড্ হয়েছি।'

বিজু বলল, 'সেদিক থেকে আমরা কিন্তু রেকর্ড করেছি। এমন হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের টপ্ ফ্লোরে আমাদের মতো আর কেউ কিড্ন্যাপড্ হয়েছে কি?'

সন্তু বলল, 'উঁহু, মোটেই না। বেশিরভাগ ঘটনায় গুম্ করা

হয়েছে জানালাহীন অন্ধকার খুপসি, গুদাম ঘরে। এমন লাল পার্শিয়ান কার্পেট মোড়া মেঝে, সোফা সেট, টি. ভি. স্টিরিওওয়ালা ঘরে কেউ কোনদিন কিড্ন্যাপড্ হয় নি।'

টি. ভি.-র দিকে এগিয়ে গেল বিজু। ওয়াল ক্লকে দেখল রাত আটটা। ভেল্‌ভেটের কালো কভার সরিয়ে বিজু বলল, 'টি. ভি.-টা খুলে দেখব কি প্রোগাম হচ্ছে।' ভল্যুম কণ্ট্রোলের সুইচটা অন্ করে দিল বিজু। কিন্তু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করও স্ক্রিনে কোন ছবি বা শব্দ এল না।

সন্তু টি. ভি.-র কাছে উঠে গেল। এদিক ওদিক দেখে বলল, 'না, চলবেনা রে। ঘর থেকে যাবার আগে সিংজী টি. ভি.-র সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন করছিল। মনে হয় তখনই কানেকশন্ অফ করে দিয়ে গেছে।'

ওরা দু'জনেই আবার সোফায় ফিরে এল। পাশের বুক কেস্ থেকে একটা ইংরিজি ম্যাগাজিন টেনে নিল বিজু। পাতা উলটিয়ে বলল, 'জান সন্তুদা, আমার বেশ মনে হচ্ছে, স্টোনটা না পেলে ওরা আমাদের ছাড়বে না।'

সন্তু বলল, 'কিন্তু স্টোনটা আমরা কিছুতেই ওদের হাতে তুলে দিচ্ছি না।'

'না দিলে কি করতে পারে ?'

সন্তু হাসল, আর যাই করুক মেরে তো ফেলতে পারবে না। ওসব পিস্তল-টিস্তল আমরা থোড়াই কেয়ার করি।'

সোফায় আড় হয়ে শুয়ে বিজু বলল, 'সন্তুদা, আগে যদি আমরা জানতুম—স্টোনটা ঝুটো নয় আসল···।'

সন্তু বলল, 'জানলে কি করতিস ?'

'আর যাই করি লক্ষ লক্ষ টাকা দামের হীরেটা পড়ার ঘরে তক্তাপোষের নিচে ভাঙ্গা রেডিওটার ভেতর ফেলে রাখতুম না।'

'চুপ' এদিকে ওদিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বলল, 'কেউ শুনে

ফেলবে।' তারপর হাই তুলে বলল, 'খুব ঘুম পাচ্ছেরে বিজু। সারাদিন খুব ঘোরাঘুরি হয়েছে।' সোফায় পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল সন্তু। দেখা দেখি বিজুও অন্য সোফায় শুয়ে পড়ল।

খানিকবাদেই ধড়মড় করে উঠে বসল সন্তু, বিজু তোর মনে পড়ে ডাস্টবিন থেকে হীরেটা তুই কুড়োবার ঠিক আগেই একটা মোটর বাইক আমাদের রাস্তা দিয়ে খুব স্পীডে ছুটে গেছিল?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দু'জন লোক ছিল মোটর বাইকে। কেন?'

সোফা থেকে উঠে পায়চারি করে সন্তু বলল, 'এখন আমার মনে পড়ছে, ওই চীনে আর শিখ লোক দুটোই ছিল মোটার বাইকে।'

'ঠিক বলছ!' বিজু হতবাক।

'আর মোটর বাইকটা চলে যাবার ঠিক পরেই একটা পুলিশ ভ্যান ওদের ফলো করছিল। এখন বুঝতে পারছি। পুলিশের তাড়া খেয়েই চোরাই হীরেটা ওরা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে ফেলে পালিয়েছিল। আর আমরা হীরেটা কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে যাবার সময় সাইকেলে একটা লোক আসছিল লক্ষ্য করেছিস?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি।'

'আমার অনুমান সেই লোকটাও ওদের দলেরই। ওদের ফেলে দে'য়া হীরেটা সেই লোকটাই কুড়িয়ে নিতে এসেছিল। তার আগেই আমরা হীরেটা কুড়িয়ে নিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ি।'

বিজু বলল, 'তাহলে তখন থেকেই ওরা জানতো হীরেটা আমরাই পেয়েছি।'

'খুব ভাল করে জানতো। আর তখন থেকেই ওরা আমাদের ওপর নজর রেখেছে। ফলো করেছে।'

আচমকা দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠল বিজু সন্তু। ঘরে ঢুকল কুরবন্ত সিং, পেছনে জিয়াং কিং।

কোচে বসে কুরবন্ত সিং ধারালো হাসল, 'কি খোকাবাবুরা কেমন নিদ্ হলো?'

সোফায় বসে হাই তুলে সন্তু বলল, 'খুব তোফা ঘুম হলো সর্দারজী। ঘরটা খুব আরামের। বাইরে কোন গোলমাল নেই।

জিয়াং কিং-এর দিকে তাকাল সন্তু 'আমাদের ডিনার কই মিঃ কিং?'

'ডিনার!' হেসে উঠল জিয়াং কিং, 'কি ডিনার তোমরা লাইক কর বল—চাইনীজ না জাপানী, ইণ্ডিয়ান না ইউরোপীয়ান? গ্র্যাণ্ড কিংবা গ্রেট ইস্টার্নে ফোন করে অর্ডার দিচ্ছি।'

কিং-এর রসিকতা বুঝতে অসুবিধা হল না সন্তুর। হেসে বলল, আমরা তো এখন অনেকদিন আপনাদের গেস্ট। এক একদিন এক এক রকম ডিসের অর্ডার দিলেই হবে।'

হাঁটুর ওপর পা নাচাতে নাচাতে দাড়ি গোঁফের জঙ্গলের ফাঁকে হাসল কুরবন্ত, 'তোমরা চাইলেও বেশিদিন আমরা ওয়েট্ করতে পারব না। স্টোনটা আমাদের ইমিডিয়েটলি চাই।'

কিং যোগ করল, 'গুড বয়ের মতো স্টোনটা আমাদের ফিরিয়ে দাও। আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ি গিয়ে ডিনার খাবে।'

হাসল সন্তু, 'না মিঃ কিং আমরা মোটেই গুড্ বয় নই। ভেরি ভেরি ব্যাড্ বয়। স্টোন আমাদের কাছে নেই।'

কুরবন্ত সিং বলল, 'উই নো, তোমাদের সঙ্গে স্টোন নেই। শুধু জানিয়ে দাও তোমাদের বাড়িতে স্টোনটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছো।'

'তার মানে? কি করতে চান আপনারা, রুখে উঠল সন্তু, 'আমাদের বাড়িতে গিয়ে গার্জেনের কাছে স্টোনটা ডিম্যাণ্ড করবেন? ইন্ এক্সচেঞ্জ অফ্ আওয়ার লাইভস্?'

শক্ত করে হাসল সন্তু, 'স্টোনটা আমাদের, আর ওটা আমাদের কাছেই থাকবে মিঃ সিং এণ্ড মিঃ কিং।'

কুরবন্তের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল, দু'চোখের চাউনি আরো ধারালো। 'স্টোনটা তোমাদের ফেরৎ দিতেই হবে।'

আচমকা সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল জিয়াং কিং। ছোট ছোট চোখে কুৎ কুৎ করে হাসল, 'ভেবেছ, তোমরা না বললে আমরা জানতে পারব না হীরেটা কোথায় আছে?'

জিয়াং কিং-এর দিকে তাকিয়ে বিজু সন্তু হতভম্ব। সচকিত। ওরা না বললেও কিং আর সিং জেনে যাবে ওদের বাড়িতে কোথায় লুকানো আছে হীরেটা। এরা থট্ রিডিং জানে নাকি?

সন্তুদের দিকে তাকিয়ে ওরা দু'জনেই হাসছে খিল খিল করে।

টি. ভি. সেটটার দিকে এগিয়ে গেল জিয়াং। সেটের ওপরের কালো ভেলভেটের ঢাকনাটা সরাতেই বেরিয়ে পড়ল বড় সিগারেট কেসের মতো কি একটা জিনিস। একটা যন্ত্র।

কি ওটা! বিজু সন্তু চেয়ে দেখল, যন্ত্রটার গায়ে সারি সারি বোতাম। একটা বোতাম টিপতে সর্ সর্ করে মৃদু একটা শব্দ শোনা গেল। তারপর আর একটা বোতাম টিপতেই—যে ব্যাপারটা ঘটল, তাতে ওরা একেবারে হতবাক।

কিং আর সিং ঘরের দরজা লক্ করে চলে যাবার পর ওরা যেসব কথাবার্তা বলেছিল অবিকল সেই কথাগুলোই ভেসে এল জাপানী মিনি ক্যাসেট্ টেপ্ রেকর্ডার থেকে।

বিজুর গলা, 'হ্যাঁরে সন্তুদা, রাত্রে খেতে টেতে দেবে তো আমাদের।' সন্তুর জবাব, 'শুনলি না প্রফেসর সোম ডিনার না খাইয়ে ছাড়েন না কারুকে।'

'বাড়িটা ঠিক কোন্ জায়গায় বলতো'...

'ঠিক বলতে পারব না।'

তারপর 'এখান থেকে সারারাত চিৎকার করে ডাকলেও কেউ শুনতে পাবে না।'

শোনা গেল বিজুর গলা, 'আগে যদি আমরা জানতুম স্টোনটা ঝুটো নয় আসল...।'

সন্তুর প্রশ্ন, 'জানলে কি করতিস?'

বিজুর জবাব, 'আর যাই করি, লক্ষ লক্ষ টাকা দামের হীরেটা পড়ার ঘরে তক্তপোষের নিচে ভাঙা রেডিওটার ভেতর ফেলে রাখতুম না।'

বাকি কথাগুলো আর কানে ঢুকল না ওদের।

বিজুর কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। ছি ছি, এই দু'টো ক্রিমিন্যালের কাছে তারা এমন বুদ্ধুর মতো কাজ করে বসল। সব-কিছু এখন তাদের নাগালের বাইরে।

'থ্যাঙ্কু খোকাবাবুরা,' ক্রূর হাসল কুরবন্ত সিং। হাসল জিয়াং কিং, 'তোমাদের আর কষ্ট করে বলতে হবে না। স্টোনটা কোথায় আছে।'

দু'জনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল। জিয়াং বলল, 'ও কে ! বয়েজ। তোমরা তাহলে আর একটু ঘুমিয়ে নাও। ততক্ষণে তোমাদের বাড়ি থেকে ডায়মণ্ডটা নিয়ে আসি আমরা, কেমন ?'

দরজায় দাঁড়িয়ে কুরবন্ত সিং ফের হাসল, 'অন দি ওয়ে, গ্র্যাণ্ডে তোমাদের জন্যে দুটো 'এয়ার ডিসের' অর্ডার দিয়ে যাচ্ছি।'

সন্তু চিৎকার করে বলল, 'দেখবেন মিঃ সিং এয়ারটা যেন বেশ ফ্রেস্ হয়।'

ফের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। সোফায় গা এলিয়ে দিল বিজু, 'জানিস সন্তুদা, হীরেটা খুব অপয়া। না থাকাই ভাল।'

* * *

রাত এখন প্রায় বারোটা বিজুদের বাড়ির সামনের রাস্তা নিঃঝুম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। কদিন থেকেই পথের আলোগুলো খারাপ হয়ে গেছে। শীতের রাত। সব বাড়ির জানালা দরজা বন্ধ। খাবার রান্নাঘরে ঢাকা পড়ে আছে বাড়ির কেউ ছোঁননি। কে জানে তাঁদের ছেলেদের হয়তো এখনো খাওয়া হয়নি। ভয়ে ভাবনায় সুষমা শয্যা নিয়েছেন।

শশীনাথ বাড়িতে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন নি। সদর

রাস্তার দিকে এগিয়ে গেছেন। যদি আগে ভাগে আসতে দেখেন ওদের ছেলেদের পড়ার ঘরেই পায়চারি করছিলেন সোমনাথ, হঠাৎ অন্ধকার রাস্তায় মোটরের শব্দে সচকিত হয়ে উঠলেন। গাড়িটা ওনাদের বাড়ির সামনেই দাঁড়াল।

থমকে দাঁড়ালেন সোমনাথ, কার মোটর! কে এল? পুলিশের লোক কি? কোথা থেকে এসেছেন, লোক্যাল থানা থেকে না লালবাজার থেকে। ছেলেদের কেনো খবর এনেছেন কি? সোমনাথ ভাবছেন, তেমন খারাপ যদি কিছু ঘটেও থাকে, ছু'জনের একসঙ্গে কিছু হবে কি? স্পষ্ট করে কিছু ভাবতে পারছেন না সোমনাথ।

'খট্-খট্-খট্' দরজায় কড়া নাড়ছে কেউ।

'কে,' দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন সোমনাথ।

'দরজাটা একবার খুলবেন।' অপরিচিত ভারী গলা।

বুকটা ধড়াস করে উঠল সোমনাথের। নিশ্চয় পুলিশের লোক। হাসপাতাল থেকে কোন গুরুতর অ্যাক্সিডেন্টের খবর নিয়ে এসেছে কি? সোমনাথের হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসছে।

দরজা খুলতেই উঁকি দিল ছু'টি অপরিচিত মুখ। একজন শিখ, অপরজন চীনা। না, এরা নিশ্চয় পুলিশের লোক নয়। সোমনাথ অবাক, এরা কে? আগে তো কখনো দেখেন নি এদের। এত রাতে তাঁর কাছে কি দরকার?

সোমনাথ কিছু বলার আগেই ছু'টো চেয়ারে বসল কুরবন্ত সিং ও জিয়াং কিং।

সোমনাথের দিকে তাকাল কুরবন্ত, 'আপনি কি বিজুর ফাদার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাগ্রহে জবাব দিলেন সোমনাথ।

'সন্তু আপনার কে?'

'আমার বোনের ছেলে। ওদের কোন খবর জানেন?'

'ওদের কাছ থেকেই আসছি আমরা।' জবাব দিল জিয়াং কিং।

আশার আলো দেখলেন সোমনাথ। সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন,

'কোথায় এখন ওরা ?'

'ভাববেন না, ওরা ভালই আছে।'

'তাহলে ওদের সঙ্গে আনলেন না কেন ?'

'আসবে। আর একটু পরেই ফিরবে ওরা,' ঠোঁটের কোণে হাসল কুরবন্ত, 'তার আগে একটা ছোট ব্যাপার আছে।'

'কি ব্যাপার বলুন। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।' উদ্বেগে কেঁপে উঠল সোমনাথের গলা।

পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল কুরবন্ত আর জিয়াং।

কুরবন্ত বলল, 'কদিন আগে আপনার ছেলে ডাস্টবিন থেকে একটা ফলস্ স্টোন্ কুড়িয়ে পেয়েছিল। স্টোনটা আমাদের চাই।'

'ছেলেরা স্টোনটা কোথায় রেখেছে আমরা জানব কি করে !'

'আমরা জানি সোমনাথবাবু', হাসল কুরবন্ত।

'কি করে জানলেন ?' সোমনাথ আরও অবাক।

'আপনার ছেলের কাছে।'

'তাহলে তাদের সঙ্গে আনলেই পারতেন। তারাই খুঁজে দিত।'

এবার ভদ্রতার মুখোশ খুলে ফেলল ওরা ! ঝক ঝক করে উঠল কুরবন্তের একজোড়া চোখ, 'স্টোনটা আমাদের হাতে না আসা পর্যন্ত আমাদের কাস্টডিতেই থাকবে আপনাদের বাড়ির ছেলেরা।

জিয়াং আর কুরবন্তের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে এল সোমনাথ বাবুর। এখন বেশ বুঝতে পারছেন, বিজু সন্তু একটা সাংঘাতিক জটিল ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়েছে। হীরেটা নিশ্চয় নকল নয়, আর এই লোক দু'টিও মোটেই সহজ নয়।

দরজার দিকে বার বার তাকালেন, ভাই শশীনাথ যদি এই সময় ফিরে আসে। দু'জন ক্রিমিন্যালের মোকাবিলা করা তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়।

কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলেন জিয়াং, 'আমরা আর ওয়েট করব না সোমনাথ বাবু। এইটাই কি আপনার ছেলের পড়ার ঘর ?'

'হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?'

'এই ঘরেই আছে আমাদের ডায়মণ্ড।'

সোমনাথ বাবু আন্দাজ করছেন, বিজুর টেবিলেই হয়তো আছে হীরেটা। কিন্তু স্টোনটা যদি খাঁটি হয়, তাহলে তার দাম নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ টাকা। দামী হীরেটা এই দু'টো ক্রিমিন্যালের হাতে কেন তুলে দেবেন ? বিশেষ করে বিজু সন্তুদের অনুপস্থিতিতে। সোমনাথ প্রতিবাদ করলেন, 'একটা ফলস্ স্টোনের জন্য আপনারা আমাদের বাড়ির ছেলেদের কিড্ন্যাপ করেছেন ?

'না-না সোমনাথবাবু, কুরবন্ত ব্যস্ত হয়ে বলল, 'স্টোনটা পেলেই আপনার ছেলেরা আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসবে। লেকিন…'

'লেকিন কি ?' কুরবন্তের মুখের দিকে সভয়ে তাকালেন সোমনাথ।

'স্টোনটা না পেলে আপনাদের ছেলেরা বিপদে পড়তে পারে।'

'বিপদ ? কি বিপদ ?'

'সেটা আপনি আন্দাজ করে নিন।'

পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসে রইলেন সোমনাথ। দেখলেন চীনাটির হিপ্ পকেটে উঁকি দিচ্ছে একটা রিভলভারের কালো নল। দপ দপ করে লাফাচ্ছে সোমনাথের হৃদ্পিণ্ড। তাঁর চোখের সামনেই তক্তাপোষের নিচে থেকে ভাঙা একটা রেডিও টেনে বার করল কুরবন্ত। এর ভেতরেই আছে লক্ষ টাকা দামের হীরেটা। রেডিওর ব্যাক কভার খুলে ফেলল জিয়াং। কিন্তু ভেতরে কোন স্টোন দেখতে পেল না। দারুণ আক্রোশে ভাঙা রেডিওটা মেঝেতে আছড়ে ফেলল জিয়াং। রেডিওটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল, কিন্তু স্টোনটা পাওয়া গেলনা।

রুদ্ধশ্বাসে ওদের কার্যকলাপ দেখছেন সোমনাথ, কিছুই বুঝতে পারছেন না। ক্রিমিনাল দু'টো তাঁকে যেন হিপনোটাইজ করে ফেলেছে।

সোমনাথের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল জিয়াং, 'স্টোনটা নিশ্চয় আপনারা সরিয়ে রেখেছেন।'

'না', প্রতিবাদ করলেন সোমনাথ, 'স্টোনের কথা আমরা কিছুই জানি না।'

জিয়াং আর কুরবন্তের মুখ দু'টো এখন ভয়ঙ্কর। চোয়াল কঠিন। নিশ্চিত আশাভঙ্গের জ্বালায় ওদের দু'জোড়া চোখ এখন হিংস্র চিতার মতো জ্বলছে। কিছুক্ষণ আগেও ওরা ভেবেছিল লক্ষ লক্ষ টাকা দামের স্টোনটা ওদের হাতের মুঠোয়।

উঠে দাঁড়াল ওরা দু-জন। জিয়াং বলল, 'ভাববেন না স্টোনটা আমরা ছেড়ে দেব। আপনাদের ছেলেরা আমাদের ডিপ্রাইভ্ করেছে ; এর ফল তাদের ভোগ করতে হবে।'

কুরবন্ত বলল, 'কারেক্ট ইনফরমেশান নিয়ে আমরা আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি।'

দরজার কাছে একবার থমকে দাঁড়াল জিয়াং' 'একটা কথা মনে রাখবেন সোমনাথবাবু, পুলিশকে যদি ইনফরম করার চেষ্টা করেন, আপনাদের ছেলেদের ডেড্ বডিও খুঁজে পাবেন না।'

স্থানুর মত বসে রইলেন সোমনাথ। অন্ধকারে ছায়ার মতো মিলিয়ে গেল ওরা। মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ দূরে মিলেয়ে গেল।

* * *

রাত এখন প্রায় ১টা। দেয়ালে ইলেক্‌ট্রিক্ ওয়াল ক্লকের মিনিটের লাল কাঁটা রাঙা ফড়িঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলেছে। সন্তু, বিজুদের ঘরটা যেন অন্য কোন গ্রহে ; নিচের পৃথিবীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

ওদের চোখ থেকে এখন ঘুম উধাও। ক্ষিদে তৃষ্ণার কথাও ভুলে গেছে। ঘরের পাশের বাথরুম থেকে কয়েকবার ঘুরে এসেছে ওরা। জলই পেট ভরে খেয়েছে।

ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে সন্তু। সকালের পর

ঘরের মেঝের কার্পেট আর পরিষ্কার হয়নি। এখানে ওখানে কাগজের টুকরো পড়ে আছে। নিচু হয়ে সন্তু তুলে নিল একটা মিনিবাসের টিকিট, থিয়েটার রোডের একটা ষ্টুডিওর রোল ফিল্মের ক্যাশ্‌মেমো। দেশলাইয়ের খালি বাক্স। কি মনে করে ওগুলো ট্রাউজারের পকেটে রাখল সন্তু।

হাসল বিজু, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল সন্তুদা?'

সন্তুও হাসল, 'এখনো হয় নি রে।'

সেণ্টার টেবিলের নিচে থেকে একটা ভিজিটার্স কার্ড কুড়িয়ে নিল বিজু। বোধ হয় ফ্যানের হাওয়ায় নিচে উড়ে গেছে। হিন্দিতে ছাপা কি একটা নাম। পড়াও যায় না ছাই। কার্ডখানা বিজু এগিয়ে দিল সন্তুর দিকে। নামটা সন্তুও পড়তে পারল না।

পায়চারি করতে করতে সন্তু হাসল, 'জানিস বিজু, ভাঙা রেডিওর মধ্যে হীরেটা খুঁজে পাবে না।'

'অ্যাঁ! সেকি।' বিজু লাফিয়ে উঠল।

'হ্যাঁরে।' মুচকি হাসল সন্তু, 'হীরেটা কাল আমি অন্য জায়গায় সরিয়ে রেখেছি।'

'তাহলে হীরে না নিয়েই ফিরতে হবে বাছাধনদের।'

সন্তুর মুখে চাপা খুশি, 'ভাবছি—খালি হাতে ফিরে এলে সিং এণ্ড কিং কোম্পানীর মুখের জিওগ্রাফিটা কি রকম দেখতে হবে।'

বুক ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করছে বিজুর। 'আচ্ছা সন্তুদা, রাগের মাথায় সত্যি সত্যিই গুলিটুলি করে বসবে না তো?'

'তা পিস্তল যখন ওদের হাতে আছে, গুলি করতেও পারে।'

'তা হলে,' নিদারুণ ত্রাসে বড় বড় হয়ে ওঠে বিজুর চোখ। সন্তু আশ্বাস দিল, 'নারে বিজু, গুলি ওরা করবে না।'

'কি করে বুঝলে?'

'তাহলে হীরে ওরা পাবে না।'

'বাইরে জুতোর শব্দে চমকে উঠল সন্তু, বিজু। অন্ধকার ছাদে

কারা যেন এগিয়ে আসছে। জুতোর শব্দ ওদের ঘরের দরজার গোড়ায় এসে থামল। বাইরে থেকে চাবি ঘুরিয়ে ইয়েল্ লক্ খোলার শব্দ।

দরজা খুলে ভেতরে এসে দাঁড়াল জিয়াং আর কুরবন্ত। থমথমে মুখ, শক্ত চোয়াল। চোখো-দৃষ্টি কঠিন। শক্ত পায়ে এগিয়ে এসে থাবার মতো দুটো হাতে সন্তুর কাঁধ চেপে ধরল কুরবন্ত।

'তোমরা আমাদের "ব্লাফ্" দিয়েছ কেন ?'

'ব্লাফ ! কিসের ব্লাফ ?' সন্তুর দু' চোখে বিস্ময়।

'কেন বলেছো ভাঙা রেডিওর মধ্যে স্টোন আছে।'

'কাকে বলেছি। আপনাকে ?'

জবাব দিতে পারছে না কুরবন্ত। বিজু, সন্তু নিজেদের মধ্যে কি কথা বলেছে, তা কে বলেছে ওদের টেপরের্ডারে চুরি করে শুনতে ! সন্তু কি বলেছে স্টোনটা ওদের বাড়ি থেকে আনতে !

কুরবন্তের থাবা দুটো নরম হয়ে সন্তুর কাঁধ থেকে নেমে এল।

কুরবন্তের মুখের দিকে শক্ত চোখে তাকাল সন্তু, 'আমাদের কাছে এক্সপ্লানেশন চাওয়ার আগে আপনারা এক্সপ্লানেশন দিন, কেন আমাদের এখানে বে-আইনিভাবে আটকে রেখেছেন ?'

কুরবন্ত সিং খানিক 'থ' হয়ে চেয়ে রইল সন্তুর দিকে। তারপর হা-হা করে সশব্দে হেসে উঠল দু'জনেই। পৈশাচিক হাসি।

সরু গোঁফে তা দিল জিয়াং, 'তাহলে জেনে রাখ ইয়ং মেন, এর চেয়েও বেআইনী কাজ আমাদের করতে হতে পারে।'

সন্তু নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল জিয়াং-এর দিকে।

কুরবন্ত বলল, 'ডায়মণ্ডটা না পেলে এই হাইরাইজ বিল্ডিংয়ের টেরেস থেকে নিচের রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারি তোমাদের।'

'তা পারেন। তবে মার্ডার চার্জে ফাঁসির দড়িও আপনাদের জন্য তৈরী থাকবে।'

'মার্ডার চার্জ !' ফের সশব্দে হেসে উঠল ওরা দু'জন।

জিয়াং বলল, 'হাইরাইজ বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে নিচের রাস্তায় পড়লে তোমাদের ডেড্‌বডি অইডেনটিফাই করাই যাবে না। আর কোন্ ফ্লোর থেকে তোমাদের নিচে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে, জানতেই পারবে না পুলিশ।

সোফায় বসে সিগারেট ধরাল। তারপর সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্টোনটা কোথায় রেখেছো, জলদি আমাদের জানিয়ে দাও, তাহলে জলদি ঘরেও ফিরে যেতে পারবে।'

বাইরের দরজাটা খুলে গেল। ঘরের সকলের চোখ দরজার দিকে। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে ঘরে ঢুকলেন প্রফেসর সোম। একটা খালি সোফায় বসলেন। পরণে পাজামার ওপর সার্ট, পুলওভার।

সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বিজু সন্তুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'কেন বাপু স্টোনটা নিয়ে এখনো ঝামেলা করছো? ওটা ওদের ফেরৎ দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও।'

দাঁতে ঠোঁট চেপে প্রফেসর সোমের দিকে তাকাল সন্তু। মনে মনে বলল, বুড়ো শয়তান।

আধ মিনিট চিন্তা করে সন্তু হেসে বলল, 'ঠিক আছে মিঃ সিং, প্রফেসর সোম যখন বলছেন, ওই ঝুটো স্টোনটা নিয়ে আমরা আর ঝুট ঝামেলা করতে চাই না।

সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে বিজু অবাক। একি বলছে ওর সন্তুদা। দামী হীরেটা ক্রিমিনাল দুটোকে দিয়ে দেবে? তা হলে কি দরকার ছিল এত কষ্ট করার? অনেক আগেই ফেরৎ দিতে পারত।

সন্তুর দিকে তাকিয়ে বিজুর এখনো মনে হচ্ছে, নতুন কোন মৎলব ঠাওরাচ্ছে সন্তুদা।

জিয়াং বলল, 'তাহলে কোথায় রেখেছো স্টোনটা ঠিক করে বল।'

'এমন জায়গায় রেখেছি, আপনারা সারারাত খুঁজলেও পাবেন না।'

'তা হলে ?'

'আমাদের বাড়িতে নিয়ে চলুন, স্টোনটা এক মিনিটের মধ্যে আপনাদের হাতে তুলে দেব।'

আবার হা-হা করে হেসে উঠল জিয়াং ও কুরবন্ত।

জিয়াং বলল, 'এত বুদ্ধু ভেবেছো আমাদের। জানি বাড়ি ফিরে তোমরা স্টোনটা ফেরৎ দেবে না।'

'বিশ্বাস যদি না করেন, কি করতে পারি বলুন।' ভালো মানুষের মতো হতাশার ভঙ্গী করল সন্তু।

ঘরের বাইরে অন্ধকার ছাদে গিয়ে কি যেন পরামর্শ করল জিয়াং ও কুরবন্ত। ফিরে এসে জিয়াং বলল, 'তোমাদের একজনকে ছেড়ে দিচ্ছি আমরা।' সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে আমরা তোমাদের বাড়ির কাছে মোটরে পৌঁছে দিচ্ছি। স্টোনটা নিয়ে তোমাদের বাড়ির কাছের পার্কে চলে আসবে। পার্কের সাউথে একটা পোর্টিকোর নিচে লাল কম্বল গায়ে একজনকে শুয়ে থাকতে দেখবে। তোমাকে দেখে সে কম্বলের ভেতর থেকে হাত বাড়াবে। তার হাতে স্টোনটা দিয়ে দেবে।'

'তারপর আমার ভাইকে কখন ছাড়বেন ?

'স্টোনটা আমাদের হাতে এলেই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই। কিন্তু ফের যদি কোন ব্লাফ্ দেবার চেষ্টা করো, তোমার ভাইয়ের ডেড্‌বডি ময়দানে পড়ে থাকবে।'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল ওরা দু'জন। কুরবন্ত হাঁক দিল, 'এসো জলদি এসো।'

এতক্ষণ দু'জনে একসঙ্গে ছিল, তেমন ভয় পায়নি বিজু। সন্তুদা চলে যাবে জেনে অসহায়, ভয়ার্ত হয়ে উঠল। বিজুর কাছে গিয়ে কাঁধে হাত রাখল সন্তু, চুপি চুপি বলল, 'ভয় পাসনি বিজু। আমাদের একজন অন্ততঃ এখান থেকে বেরুতে না পারলে কোন হিল্লে হবে না। একটু ধৈর্য ধরে বোস ভাই।'

চোখ বাঁধা অবস্থায় বিজুদের বাড়ির কাছাকাছি একটা গলির মোড়ে সন্তুকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে ফিরে গেল জিয়াং কিং।

বাড়ি ফিরে সকলকে সমস্ত ঘটনা জানাল সন্তু। বলল, 'কোটি কোটি টাকা দামের হীরেটার জন্য ওরা জামিন রেখেছে বিজুকে। হীরে ফেরৎ না পাওয়া পর্যন্ত ছাড়বে না তাকে।'

সুষমা ভয় পেয়ে কেঁদে বললেন, 'ওই অলুক্ষণে হীরে ওদের ফেরৎ দিয়ে এখনই আমার বিজুকে ছাড়িয়ে আন বাবা সন্তু।'

শশীনাথ বললেন, 'হীরেটা নিশ্চয় চোরাই, ওটা ক্রিমিনালদের সম্পত্তি নয়। ওটা ওদের ফেরৎ না দিয়ে পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত।'

সোমনাথ বললেন, 'পুলিশ কী পারবে বিজুকে বাঁচাতে। হীরেটা ওদের ফেরৎ না দিয়ে আমরা পুলিশের কাছে গেছি জানলে ক্ষেপে গিয়ে বিজুর ওপর শোধ নেবে ওরা। ক্রিমিনালরা পারে না এমন কাজ নেই, বিজুকে মেরে ফেলতেও পারে।'

ফেরার পথে জিয়াং কিং সন্তুর চোখ বেঁধে এনেছে। সেই সময় একটা মৎলব ঠাউরেছে সন্তু। বলল, 'জান ছোটমামা, হীরেটা ওদের ফেরৎ না দিয়েও আমরা বিজুকে বাঁচাতে পারি।'

'কি করে,' সোমনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন। 'ভুলে যেও না সব সময় ওরা আমাদের গতিবিধির ওপর আড়াল থেকে নজর রাখছে।'

সন্তু বলল, 'তা রাখুক। ওদের এখন নজর দামী হীরেটার দিকে। ওরা লক্ষ্য রাখছে হীরেটা ফেরৎ দেবার জন্য আমরা উত্তরে পার্কের দিকে যাই, না দক্ষিণ দিকে পুলিশ স্টেশনের দিকে যাই। হীরেটা নিয়ে ছোট মামার সঙ্গে পার্কের দিকে যাব। আমরা বাড়ি থেকে বেরুবার একটু পরে বড়মামা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাশের লালটুদের বাড়ি থেকে পুলিশকে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে তখনই পার্কের কাছে আসতে বলবে। পার্কের সামনে লাল কম্বলওয়ালা লোকটাকে

গ্রেপ্তার করতে পারলেই কাজ হবে। কান টানলেই মাথা আসবে। তার কাছ থেকে ওদের গোপন আস্তানার খবর পাওয়া যাবে। গোটা দলটাও ধরা পড়বে। ওদের কবল থেকে সন্তুকেও উদ্ধার করা যাবে।'

শশীনাথ ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ মৎলবটা মন্দ না। রাস্তার মোড়ে পুলিশ ফোর্স এসে পড়লে তাদের হাতে তখন আমরা হীরেটা ফেরৎ দিয়ে দেব। তাহলে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।'

শশীনাথের সঙ্গে সন্তু বেরিয়ে যাবার ছু'মিনিট পরই সোমনাথ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার ছু'দিকে ভাল করে চোখ বোলালেন। মাঝ রাতের নিঝুম শহর। মানুষ দূরে থাক একটা নেড়ি কুকুরেরও দেখা মেলে না কোথাও। সুষমাকে দরজা বন্ধ করতে বলে পাশে অ্যাডভোকেট পরিতোষ কানুনগোর বাড়ির দরজায় মৃছু ধাক্কা দিলেন। সোমনাথ জানতেন ওই ঘরে উকিলবাবুর মুহুরি শুয়ে থাকেন।

ছু'চার বার ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। মুহুরিবাবু আগেই শুনেছিলেন সোমনাথবাবুর বাড়ির ছু' ছেলেকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

টেলিফোন গাইড থেকে লোকাল থানার নম্বর জেনে নিয়ে ডায়েল করলেন। আই. ও. মিঃ মুখার্জীকে ডেকে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

লাফিয়ে উঠলেন মিঃ মুখার্জী, 'দারুণ খবর!' জিজ্ঞেস করলেন, 'স্মাগলাররা স্টোনটা কখন নিতে আসছে?'

'আর কয়েক মিনিটের মধ্যে পার্কের কাছে এসে পড়বে ওরা।' জানালেন সোমনাথ, 'পার্কের কাছে লাল কম্বল গায়ে ওদের দলের একটা লোক শুয়ে থাকবে। হীরেটা প্রথমে তার হাতেই তুলে দিতে হবে। তার কাছ থেকেই ওদের দলের লোক হীরেটা নিয়ে যাবে।'

মিঃ মুখার্জী বললেন, 'লালবাজারে ডি. সি., ডি· ডি·-কে ইনফর্ম করে এখনই আমরা ফোর্স নিয়ে যাচ্ছি।'

সোমনাথ ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কিন্তু পুলিশের গাড়ি দেখে ওরা যদি ওদিকে আর না ঘেঁসে ?'

'সে সব আপনাকে চিন্তা করতে হবে না।' মিঃ মুখার্জী আশ্বাস দিলেন। 'ওসব ক্রিমিনালদের কিভাবে ট্যাকল্ করতে হয় আমরা জানি।···আপনি ফোনের কাছে থাকুন। নতুন কিছু খবর থাকলে তখনই জানাবেন।'

সোমনাথ এবার নিশ্চিন্ত হলেন। ক্রিমিনালদের দল এবার পুলিশের হাতে ধরা পড়বে। পুলিশ সন্ধান পাবে বিজুকে কোথায় আটকে রাখা হয়েছে।

বিজুর কথা মনে করে সোমনাথের বুকটা মুচড়ে উঠল।

*　　　*　　　*

পার্কের সামনে পৌঁছে সন্ত বলল, 'পুলিশ না আসা পর্যন্ত লাল কম্বল ঢাকা লোকটাকে খোঁজার ছলে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করি। তারপর পুলিশ এসে পড়লে আমরা ওদের দলের লোকটাকে দেখিয়ে দেব।'

মিনিট পাঁচেক পর সন্তরা দেখল দক্ষিণে থানার দিক থেকে একটা মোটর নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। গাড়িটার সব আলো নেভানো। নিশ্চয় পুলিশের গাড়ি, ফোনে খবর পেয়ে আসছে। কাছাকাছি আসতে দেখা গেল ড্রাইভার সমেত গাড়িতে তিন জন লোক, অন্ধকারে বসে রয়েছে। সন্তদের সামনেই ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল গাড়িটা। ঝট্ করে পেছনের দরজা খুলে দু'জন লোক নেমে এল। একজন সন্তকে বলল, 'স্টোনটা এনেছো ?'

রাস্তার ক্ষীণ আলোয় সন্ত চিনতে পারল না লোক দু'টোকে। পুলিশের লোক বলেও মনে হলো না। বলল, 'কোন্ স্টোন !'

দামী হীরেটা ডান হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে ট্রাউজারসের পকেটে রেখেছিলেন শশীনাথ। বললেন, 'কে আপনারা ?'

প্রথম লোকটি হেসে উঠল, 'চিনতে পারছেন না, আমাদের জন্যেই তো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

দ্বিতীয় লোকটি পকেট থেকে রিভল্‌ভার্‌ বার করে বলল, 'দেরী করবেন না দিয়ে দিন মালটা।'

শশীনাথের উত্তরের অপেক্ষা না করে প্রথম লোকটি শশীনাথের হাত থেকে একরকম জোর করেই ছিনিয়ে নিল হীরেটা। তারপর ওনাদের চোখের সামনেই ওরা দু'জন গাড়িতে উঠতেই স্টার্ট দিল ড্রাইভার।

ওদের মোটর চোখের আড়ালে যেতেই পুলিশের ভ্যান ছুটে এল থানার দিক থেকে। সন্তুদের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে পুলিশ ফোর্স তখনই ঘিরে ফেলল, পার্কের সামনের গাড়ি বারান্দা। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজেও লাল কম্বলওয়ালা কোন লোককে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষ রাতে পুলিশের গাড়ি ও ভারী বুটের শব্দে উঠে পড়েছিল রাতের ফুটপাত বাসিন্দারা। জানালো – তাদের মধ্যে নতুন কোন লোক নেই।

সন্তুরা বুঝল বুদ্ধির খেলায় ওদের কাছে শেষ পর্যন্ত হেরে গেল তারা। কিন্তু হীরেটা ফেরৎ পেয়েও কী বিজুকে ছাড়বে ওরা ? বিশেষ করে যদি জেনে থাকে পুলিশকে সব ঘটনা জানিয়েছে তারা।

পুলিশ ভ্যানে থানায় ফিরে যাবার আগে ইনস্‌পেকটর শশীনাথকে বলে গেলেন, 'এক ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের ছেলে বাড়িতে ফিরে না এসে থানায় চলে আসবেন।'

সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে শীতের রাতের নির্জন রাস্তায় বিজুর ফেরার জন্যে হানটান করতে লাগলেন সোমনাথ, শশীনাথ। না, কোন-দিকে বিজুর কোন চিহ্ন নেই। তারপর এক ঘণ্টা পার হতেই শশীনাথ ছুটে গেলেন থানার দিকে।

বিজু, সন্তুদের মিসিং কেসটা হাতে নিয়েছিলেন থানার আই, ও, অচিন্ত্য বোস। লালবাজরের মিসিং স্কোয়াডে ফোনে আর্জেণ্ট মেসেজ পাঠালেন 'দু'জন মিসিং ছেলের মধ্যে একজন ফিরে এসেছে, আর একজন এখনও ক্রিমিন্যালদের হাতে আটকে রয়েছে। এদের মিসিং কেসটার সঙ্গে ইণ্টার পোলের চোরাই হীরের কেস-এর লিঙ্ক রয়েছে।'

মিসিং স্কোয়াডের ইন্সপেক্টর প্রবীর ঘোষ জানালেন, 'ডি. সি., ডি. ডি.-কে, আর্জেণ্ট মেসেজ পাঠাচ্ছি। আপনি গার্জেন সমেত ছেলেটিকে নিয়ে এখনই লালবাজারে চলে আসুন।,

সোমনাথ. সন্তু ও ইন্সপেকটরকে নিয়ে পুলিশ ভ্যান মিনিট পনেরোর মধ্যেই লালবাজারে হাজির। ডি. সি., ডি. ডি. প্রশান্ত রায় মুখার্জীও ইতিমধ্যে অফিসে পৌছে গেছেন। বয়স পঞ্চাশের ওদিকে। এখনও অটুট স্বাস্থ্য। উজ্জ্বল ফর্সা রঙ। সুপুষ্ট গোঁফ।

ডাস্টবিন থেকে হীরে কুড়িয়ে পাওয়া থেকে শুরু করে, চিড়িয়াখানা, বাড়িতে রাত্রে চোর আসা, মিউজিয়াম, হাইরাইজ বিল্ডিং-এ ওদের আটকে রাখা পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা শুনে রায় মুখার্জী বললেন, 'ইণ্টারপোলের সিক্রেট মেসেজটা আমার কাছেই আছে। জেনিভার একটা অকশন্ হাউস থেকে 'মর্নিং স্টার' নামে একটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হীরে চুরি যায়। হল্যাণ্ডের প্রাচীন রাজবংশের এক উত্তরাধিকারী ওটা নিলামে বিক্রি করতে নিয়ে আসেন। দাম আনুমানিক আট মিলিয়ন ডলার। কিন্তু বিক্রির আগেই নিলাম ঘর থেকে চুরি যায় হীরেটা। ইণ্টারপোল হীরে চুরির কেসটা হাতে নিয়ে শেষ খবরে জানায়—হীরেটা ইতিমধ্যে হংকং হয়ে কলকাতায় চালান হয়ে এসেছে।'

আই. ও. অচিন্ত্য বোস বললেন, 'হ্যাঁ স্যার, হীরে চুরির কেসটা ইন্ভেস্টিগেসনের ভার আমার হাতেই আছে। ইনফরমারদের কাছে ক্রিমিনালদের একটা গোপন আস্তানা থেকে আমরা ওদের

মোটর বাইককে ফলো করে ধরে ফেলি। কিন্তু ওদের কাছ থেকে চোরাই হীরেটা না পেয়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। আমার সন্দেহ, ফলো করার সময় হীরেটা ওরা কোথাও লুকিয়ে ফেলেছিল। ছেলে দু'টির মিসিং কেস ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে জানতে পারি—ক'দিন আগে সার্কাস থেকে ফেরার পথে ডাস্টবিন থেকে ওরা একটা স্টোন কুড়িয়ে পায়। এখন বুঝতে পারছি হীরেটা ওরা ডাস্টবিনের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল।'

সব শুনে রায় মুখার্জী বললেন, 'সোমনাথবাবু আপনাদের উচিত ছিল কুড়িয়ে পাওয়া হীরেটা সঙ্গে সঙ্গে থানায় জমা দেওয়া। তাহলে এমন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তেন না।'

সোমনাথ বললেন, 'আমরা বুঝতে পারিনি লক্ষ কোটি টাকা দামের একটা হীরে ডাস্টবিনে পড়ে থাকতে পারে।'

সন্তু বলল, 'ওটা জেনুইন স্টোন জানার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ওটা পুলিশের হাতে তুলে দেবার জন্যেই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিলুম স্যার। পুলিশ আর একটু আগে এসে পড়লে হীরেটা ওরা ছিনিয়ে নিতে পারত না।'

'যাক পাস্ট ইজ পাস্ট,' চেয়ার চেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডি. সি., 'এখন প্রথমেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে ক্রিমিনালদের খপ্পর থেকে আপনার ছেলেকে বাঁচানো। আর আমার অনুমান, সেই সঙ্গে হীরেটাও উদ্ধার করা সম্ভব হবে।'

সন্তুর সামনে থমকে দাঁড়ালেন ডি. সি.। ওরকাঁধে হাত রেখে বললেন, 'যে বাড়িতে তোমাদের কিড্‌ন্যাপ করেছে সেটা বার করতে পারবে ?

'না স্যার, কলকাতার ওদিকে আগে কখনো যাই নি। তবে লক্ষ্য করেছি জায়গাটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা।'

'কলকাতার ঠিক কোন্ দিকে কিছু মনে আছে ?'

ডি. সি.-র মুখের দিকে তাকিয়ে ভাববার চেষ্ট করল সন্তু। ঘাড়

নাড়ল, 'না কিছুই মনে করতে পারছি না।'

'চৌরঙ্গী থেকে প্রথমে কোন্ দিকে গেলে?'

'লিণ্ডসে স্ট্রীট ধরে পূবদিকে।'

'তারপর··তারপর···' সন্তুকে সাহায্য কলেন ডি· সি·।

'না', ঘাড় নাড়ল সন্তু, 'তারপর আর কিছুই জানিনা। আমরা ছ'জন তখন একমনে প্রফেসর সোমের কোলে রাখা বইতে জুয়েলস্-এর ছবি দেখতে ব্যস্ত।'

মিসিং স্কোয়াডের ইন্সপেক্টর বললেন, 'ঠিক কতক্ষণ তোমরা মোটরে ছিলে মনে আছে?'

'তা মিনিট কুড়ি-পঁচিশ।'

দেওয়ালে টাঙানো কলকাতার রোড ম্যাপের দিকে চেয়ে কি বোঝার চেষ্টা করছিলেন ডি· সি·। ম্যাপের দিকে চোখ রেখেই ঘাড় নাড়লেন, 'না, টাইম কোন ফ্যাক্টর নয়। ওদের মিস্লিড করার জন্য ঘুরপথেও নিয়ে যাওয়া হতে পারে।'

ঘরে সকলে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। না, কিছুতেই লোকেট করা যাচ্ছে না, যে হাইরাইজ বিল্ডিং-এ ওদের আটকে রাখা হয়েছিল, সেটা ঠিক কোন্ অঞ্চলে।

জানালার বাইরে অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ডি· সি·। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেললেন, 'আপনারা এখন বাড়ি ফিরে যান সোমনাথবাবু। গভীর সন্দেহ হচ্ছে, ক্রিমিনালরা আপনার ছেলের জন্যে মোটা টাকা "র‍্যান্সম"দাবি করে খবর দেবে। সেই সময় খবর দিতে দেরী করবেন না যেন।'

ডি· সি·-র সামনে এগিয়ে গেল সন্তু, 'জিয়াং কিংদের ঘর থেকে কয়েকটা কাগজের টুকরো পেয়েছিলুম। দেখুন এগুলো যদি কোন কাজে লাগে।'

মিনিবাসের টিকিট আর স্টুডিওর ক্যাশমেমো এগিয়ে দিল

ডি. সি.-র দিকে।

সোমনাথবাবু বিরক্ত, সন্তু কি খেলা করছে এই চরম সময়ে। টিকিট আর ক্যাশমেমো আঙুলের এক কোণে ধরে একটা কাগজের মধ্যে রাখলেন ডি. সি.। বললেন, 'এগুলোতে কোন দাগী কালপ্রিটের প্রিন্ট পাওয়া যায় কিনা জানার জন্যে আমি ফরেনসিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এখন আমাদের দরকার তাদের ঠিকানা। তা তো আঙুলের ছাপে পাওয়া যাবে না। ওরা কখনই এক ঠিকানায় থাকে না।'

ট্রাউজারের পকেট হাঁটকে হিন্দীতে লেখা ভিজিটার্স কার্ডখানা খুঁজে পেল সন্তু। এগিয়ে দিল ডি. সি.-র দিকে, 'স্যার এটাও ওদের ঘরের কার্পেট থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

বাঁ হাতের দু'আঙুলে কার্ডখানা তুলে ধরে পড়বার চেষ্টা করলেন ডি. সি.। পারলেন না। টেবিলের কলিং বেল টিপতে একজন কনস্টেবল ছুটে এসে সেলাম দিল। কার্ডখানা তার দিকে এগিয়ে দিলেন ডি. সি., 'দেখতো তেওয়ারী এটাতে কি নাম ঠিকানা লেখা আছে।'

গড় গড় করে পড়ে গেল তেওয়ারী, বৈজনাথ জয়সোয়াল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রোডের ঠিকানা।'

ভিজিটার্স কার্ডখানা হাতে নিয়ে এক মুহূর্ত কি চিন্তা করেই লাফিয়ে উঠলেন ডি. সি., 'আসুন এখনই আমাদের বেরুতে হবে।'

'কোথায় স্যার?' জিজ্ঞাসা করলেন ভবানীপুর থানার আই. ও.।

'দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রোডে,' সোমনাথের দিকে তাকালেন, 'আসুন তাড়াতাড়ি, দেখি আপনার ছেলেকে বাঁচাতে পারি কিনা।'

সোমনাথ হতবাক। একটা ভিজিটার্স কার্ডের সাহায্যে তিনি কি করে বাঁচাবেন বিজুকে। কি করে খুঁজে পাবে ক্রিমিনালদের ঠিকানা।

* * *

দুজন পুলিশ অফিসার, সন্তু, সোমনাথবাবু আর দুজন আর্মড্

কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে ভ্যানে উঠে বসলেন ডি সি.। রাত শেষ হয়ে আসছে। পূব আকাশে আবছা আলোর আভাস। পথে দু'একটা গাড়ির চলাচল শুরু হয়েছে। পুলিশ ভ্যান বুলেটের মতো ছুটে চলল। আর সকলের সঙ্গে সন্তু ভাবছে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে। শেষ পর্যন্ত কিং-এর দল ধরা পড়বে। তাদের হাত থেকে কি বাঁচাতে পারবে বিজুকে। বিজুর কথা মনে পড়তেই বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল সন্তুর। ওই দুটো সাংঘাতিক ক্রিমিন্যালের ঘরে একা এতক্ষণ কি করছে কে জানে। ভাবতেও ভয় হচ্ছে সন্তুর।

ঠিকানা মিলিয়ে বৈজনাথ জয়সোয়ালের পুরনো ধাঁচের দোতলা বাড়ির সামনে পুলিশ ভ্যান থেকে লাফিয়ে নামলেন ডি. সি.। একজন আর্মড্ কনস্টেবল্ ছুটে গিয়ে কলিং বেল টিপে ধরল। শান্ত সকালের আলোয় ঝন্ ঝন্ করে কেঁপে উঠল ওপর তলাটা।

বাড়ির চাকর দরজা খুলে একগাড়ি পুলিশ দেখে তিন হাত পিছিয়ে গেল।

'জয়সোয়ালজী কো সেলাম দেও।' হুকুম দিলেন ডি. সি.।

'আভি যাতা হুজুর।' ভয়ে ভয়ে পেছনে হাঁটলো লোকটি।

ডি. সি.-র দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে হাসলেন, জয়-সোয়ালজী। 'মেহেরবানি করে আমার কুঠিতে এসেছেন। বলুন হুজুর আপনাদের জন্যে কি করতে পারি।'

জয়সোয়ালজীর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকালেন ডি. সি., 'কিসের বিজনেস্ আপনার জয়সোয়ালজী?'

'হুজুর আমি জুয়েলার। স্টোন কিনি বেচি। এই আমার গদি।'

'আচ্ছা, জয়সোয়ালজী, বাইরের পার্টির সঙ্গে আপনার কাজ কারবার কি রকম?'

'ফোনে কল পেলে আমার গাড়িতে পার্টির বাড়িতেও যাই।'

'চৌরঙ্গী পার্ক সার্কাসের দিকে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে গেছিলেন?'

'ঠিক মনে পড়ছে না হুজুর। সাহাব পাড়ার সঙ্গে আমার বিশেষ কাজ কারবার নেই।'

'ঠিক মনে করে দেখুন তো, কোনো দশ পনেরোতলা বাড়ির টপ ফ্লোরে কারুর সঙ্গে দেখা করতে গেছিলেন?'

'কোন সাহাবের সঙ্গে?'

'না, কোন চীনা ম্যান ও শিখের সঙ্গে।'

ডি. সি.-র মুখের দিকে তাকিয়ে কি চিন্তা করলেন জয়সোয়াল। তারপর প্রবল বেগে মাথা নাড়লেন, 'না হুজুর ওরকম কোন লোকের সঙ্গে আমার বিজনেস নেই।'

তীব্র দৃষ্টিতে জয়সোয়ালজীর মুখের দিকে তাকালেন ডি. সি. 'আপনি সত্যি কথা বলছেন না।'

'সিয়ারাম—সিয়ারাম, একি বাত বলছেন হুজুর সকালবেলা। আপনাকে কি ঝুট বাৎ বলতে পারি।' কানের লতিতে হাত ঠেকালেন জয়সোয়াল।

'দেখুন তো, এ কার্ডখানা চিনতে পারেন?' বুক পকেট থেকে সন্তুর কাছে পাওয়া ভিজিটার্স কার্ডখানা জয়সোয়ালকে দেখালেন ডি. সি.।

কার্ডখানা হাতে নিয়ে জয়সোয়ালের চোখ কপালে, 'হ্যাঁ হুজুর, এ আমারই কার্ড। লেকিন এ কার্ড আপনি পেলেন কোথায়! আমার কার্ড তো পুলিশকে দিইনি।'

'না পুলিশকে দেন নি, যাকে দিয়েছিলেন তার ঠিকানাটা আমার চাই।'

এবার হো-হো করে হেসে উঠলেন জয়সোয়াল, 'আপনি তাজ্জব বাৎ বলছেন হুজুর। বিজনেসের ব্যাপারে কত লোকের সঙ্গে আমার দেখা করতে হয় ভিজিটার্স কার্ড পাঠাতে হয়। সর্বলোকের কথা মনে রাখা সম্ভব হুজুর?'

ডি সি. চিন্তা করলেন, অনেক জুয়েল-স্মাগলারের সঙ্গে

জয়সোয়ালের মতো জুয়েলারের নিশ্চয় গোপন লেনদেন আছে। তাই তাদের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক সহজে স্বীকার করবেন না। এ ব্যাপারে আর তিনি সহজে মুখ খুলবেন না!

ডি. সি. ভেবে পেলেন না, এখন কি করবেন। আর দু'জন অফিসারের সঙ্গে আড়ালে কি শলাপরাপর্শ করলেন। কিন্তু কেউই আর কোন উপায় বলতে পারলেন না।

জয়সোয়াল সামনের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছেন। স্বেচ্ছায় তিনি মুখ না খুললে আর কোন উপায় নেই। শূন্য হাতেই তাঁদের ফিরে যেতে হবে।

জয়সোয়ালজীর গদি থেকে রাস্তায় নেমে এলেন সকলে। ভ্যানে ওঠার আগে ডি. সি.-কে ডেকে সন্তু বলল, 'একটা কথা বলব স্যার?'

'বল', সন্তুর মুখের দিকে অন্যমনস্কের মতো তাকালেন ডি. সি.।

'জয়সোয়ালজীর ড্রাইভারকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলে হয় না? সেইতো ওনাকে সব জায়গায় নিয়ে যায়।'

বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল ডি. সি.-র মাথায়। সত্যিই তো, কথাটা তার মনে পড়েনি।

'জয়সোয়ালজী', চেঁচিয়ে উঠলেন ডি. সি.।

'বলুন হুজুর।' দরজার কাছে ছুটে এলেন জয়সোয়াল।

'আপনার ড্রাইভারের নাম কী?'

'রামনন্দন রাম। কেন হুজুর? ড্রাইভারকে কি দরকার?'

'দরকার আছে। কোথায় রামনন্দন?'

'খুব বুখার হয়েছে। মারওয়াড়ী হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

জয়সোয়ালকে নিয়ে পুলিশ ভ্যান তীব্র বেগে ছুটে চলল চিৎপুরের দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল হাসপাতালে।

স্থপরিনটেণ্ডেন্ট-এর বিশেষ অনুমতি নিয়ে রামনন্দনের বেডের কাছে গেলেন ডি· সি· । সঙ্গে দু'জন পুলিশ অফিসার আর সন্তু।

সত্যিই তখন জ্বরে ধুঁকছে জয়সোয়ালজীর ড্রাইভার রামনন্দন। তবে সকালে জ্বর কিছুটা কম। বয়স পঞ্চাশের ওদিকে। সারামুখে দু'তিন দিনের না-কাটা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি। পুলিশ দেখে হকচকিয়ে গেল।

ডি. সি· জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম রামনন্দন ?'

'কেন হুজুর ?'

'পাঁচ সাতদিনের মধ্যে চৌরঙ্গী বা পার্ক সার্কাসের দিকে কোন দশ-পনেরো তলা বাড়িতে তুমি মালিককে গাড়িতে নিয়ে গেছ ?'

ডি. সি.-র মুখের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করবার চেষ্টা করল রামনন্দন, 'হ্যাঁ হুজুর মনে পড়েছে। ছ'দিন আগে গেছি। কত তলা জানি না, বহুৎ উঁচা মকান।'

'সেই মকানের ঠিকানাটা আমাদের চাই রামনন্দন।'

বেড সাইড্ লকারের ভেতর থেকে রামনন্দন তার খাঁকি জামাটা বার করল। জামার বুক পকেট থেকে একটা ছোট নোট বই বার করল রামনন্দন। ভেতরের পাতা উলটিয়ে এক টুকরো কাগজে পেন্সিলে হিন্দিতে লেখা একটা ঠিকানা ডি· সি.-র হাতে তুলে দিল। 'দেখুন তো হুজুর এটা কোথাকার ঠিকানা। মালিক এই ঠিকানাটা আমাকে সেদিন দিয়েছিলেন।'

হিন্দীতে লেখা ঠিকানাটা এক বর্ণও পড়তে পারলেন না ডি· সি· । একজন ওয়ার্ড বয়কে ডেকে ঠিকানাটা পড়তে দিলেন। তার কাছে জানলেন—ওটা লাউডন্ স্ট্রিটের একটা বাড়ির টপ ফ্লোরের ঠিকানা।

সাতরাজার ধন মানিকের মতো ঠিকানাটা পকেটে ভাল করে রেখে নিচের তলায় ছুটে গেলেন ডি. সি·।

পুলিশ ভ্যান ছুটে চলল লাউডন স্ট্রিটের দিকে। পথে লালবাজারে সোমনাথকে রেখে এসেছেন ডি. সি·। ক্রিমিনালদের আইডেন্টি-ফিকেসনের জন্যে সন্তুকে সঙ্গে নিয়েছেন।

ভ্যান থেকে নেমে সন্তু দেখল হাইরাইজ বিল্ডিংটা কম করেও বারো তলা। সুদৃশ্য বাগান ও গ্রিলের ফেন্স দিয়ে ঘেরা। একদিকে গাড়ির প্রবেশ আর একদিকে নিষ্ক্রমণের পথ। সকাল সাড়ে ছ'টা। শীতের সকাল, বিল্ডিং-এর বাসিন্দাদের তখনও ঘুম ভাঙেনি। সাত সকালে পুলিশের গাড়ি দেখে গেটের নেপালী সিকিউরিটি গার্ড ভড়কে গেল। মাথায় খাকি টুপি আঁটতে আঁটতে ছুটে এল।

নেপালী গার্ড ডি. সি.-কে সেলাম ঠুকে বলল, 'ক্যা চাইয়ে সাব?'

'হম লোগোকো টপ ফ্লোরমে যানা হ্যায়।' জানালেন ডি. সি.।

'যাইয়ে।' লিফট পর্যন্ত দিল সিকিউরিটি গার্ড।

নিচে চারজন কনস্টেবলকে পোস্টিং করে, সন্তু আই. ও এবং চার-জন আর্মড কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে লিফটে উঠলেন।

টপ ফ্লোরের সুইচ টিপতে অটো লিফট সাঁ-সাঁ করে ওপরে ছুটে চলল।

সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে ডি সি. সিঁড়ি ধরে ছাদে উঠে গেলেন। ছাদ থেকে কলকাতার অনেক দূর পর্যন্ত নজর চলে। কাছাকাছি আরও বেশ কয়েকটা হাইরাইজ বিল্ডিং মাথা তুলেছে।

ছাদের মাঝ বরাবর বিরাট রিজারভার। একপাশে দু'কামরার স্যুইট। চিনতে দেরী হলোনা সন্তুর। এই ঘরেই ওদের দু'জনকে আটকে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু একি! ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ কেন? দরজায় নক্ করলেন ডি. সি, কোন সাড়া নেই।

সন্তু বলল, 'স্যার মনে হচ্ছে দরজা ভেতর থেকে নয়, বাইরে থেকেই বন্ধ করা হয়েছে।'

বিল্ডিং-এ পুলিশ আসার খবর পেয়ে বাঙালী কেয়ারটেকার ছুটে এসেছেন চাবির গোছা নিয়ে।

ডি. সি. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই রুমে এখন কে থাকেন?'

'কেউ নয় স্যার।' জবাব দিলেন কেয়ারটেকার। 'একজন

শিখ আর চীনা ম্যান এই ঘরটা পনেরো দিনের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন। আজ ভোরে রুম খালি করে দিয়ে চলে গেছেন।'

'কতদিন আগে এসেছিলেন ?' জিজ্ঞেস করলেন ডি· সি·।

'বারো দিন আগে স্যার।'

'এরকম অস্থায়ী ভাড়াটিয়া বাড়িতে আরও কত রুমে আছেন ?'

'বেশি নয় স্যার ; চার পাঁচটা রুমে। অনেক বিদেশীও কয়েকদিনের জন্য ফার্নিসড্ রুম ভাড়া নেন, দালাল মারফৎ।'

'জিয়াং কিং আর কুরবন্ত সিং-এর নাম ঠিকানা আপনার জানা আছে ?'

'হ্যাঁ স্যার, ওরা জম্মুর একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন। রেজিস্টার আনব স্যার ?'

'থাক দরকার নেই। আপনি ঘরটা খুলে দিন আমরা সার্চ করব।'

চাবির গোছা থেকে নির্দিষ্ট চাবি বার করে দরজা খুলে দিলেন কেয়ারটেকার। খালি ঘর। হতাশ হয়ে পড়লেন ডি· সি·। ঘরে বিজুকে দেখতে না পেয়ে মুচড়ে উঠল সন্তর বুক। কোনদিন হয়তো আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ঘরের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন ডি· সি·, যদি স্মাগলারদের গতিবিধির কোন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। না, ঘরের মধ্যে একটা ফিঙ্গার প্রিন্ট পর্যন্ত নেই। পাকা ক্রিমিনাল ; দারুণ হুঁশিয়ার। কোন কাঁচা কাজ করে না। ঘরে একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো পর্যন্ত ফেলে যায় নি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, নাম ঠিকানা ভুয়ো।

ডি· সি· কেয়ারটেকারকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখান থেকে যাওয়ার সময় ওদের সঙ্গে একটা ছোট ছেলেকে দেখেছিলেন।'

'সিকিউরিটি গার্ড বলতে পারবে স্যার। ওকে ডাকছি।'

অটো লিফটে নিচে থেকে সিকিউরিটি গার্ডকে ডেকে আনলেন কেয়ারটেকার।

ডি· সি· জিজ্ঞেস করতে গার্ড জানালো, 'একটা বিমার লেড়কাকে উনকে সাথ দেখা।'

ডি সি. আই. ও.-কে বললেন, 'ছেলেটিকে বোধহয় ইনজেকসন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে নিয়ে গেছে।'

আই. ও. গার্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, 'উন লোগ কীধার গিয়া কুছ মালুম হ্যায় ?'

'হ্যাঁ সাব।' গার্ড সোৎসাহে বলল, 'ম্যায় শুনা, ট্যাক্সি ড্রাই-ভারকে হাওড়া টিসান যানে বোলা।'

আই· ও· মিঃ মুখার্জী বললেন, 'হাওড়া স্টেশনে ওদের ফলো করলে হয় না স্যার।'

'কোন লাভ নেই মিঃ মুখার্জী। ওরা আমাদের মিস লিড্ করার জন্যে গার্ডকে শুনিয়ে মিথ্যে বলে গেছে। তাহলেও কয়েকজন ইনফরমার হাওড়া স্টেশনে পাঠিয়ে দিন। যাত্রীদের সঙ্গে কোন অসুস্থ ছেলেকে দেখতে পেলে যেন অ্যারেস্ট করা হয়।'

আই· ও· ফোন করার জন্য নিচে ছুটলেন। শেষবারের মতো ঘরের ভেতর ঘুরলেন ডি· সি·, সোফা কোচের নিচে এমন কী ঘরের লাল কার্পেট পর্যন্ত তুলে দেখলেন।

পুলিশের সঙ্গে সন্তুও দু'খানা ঘর টহল দিল। মনে পড়ল এই ঘরে কয়েক ঘণ্টা আগেও তারা দু'জন আটকা ছিল। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত বিজুও এই ঘরে ছিল। এখন সে কোথায় কতদূরে কে জানে ? সন্তু জানে না কোনদিন আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা। ওরা হুমকি দিয়েছিল—পুলিশের সাহায্য নিলে জান খতম করে দেবে। বিজু এখন ওদের হাতের মুঠোয়। তার মরা বাঁচা এখন ওদের হাতে। সন্তু জানেনা, বিজু এখনও বেঁচে আছে কিনা। বিজুকে আশা দিয়ে গেছিল যে, বাইরে বেরুতে পারলে একটা হিল্লে হবে। কিন্তু ক্রিমিন্যালদের দুষ্ট বুদ্ধির কাছে শেষ পর্যন্ত তাদের হার মানতে হলো। সন্তুর বুকটা ভারি হয়ে উঠল। পাশের টয়লেটে ঢুকে

চোখের জল মুছল। বেসিন থেকে চোখে মুখে জল দিল।

সন্তু দেখল টয়লেটের মেঝেতে মোজাইক টাইলস্ আর দেওয়ালে কোমর পর্যন্ত সাদা পোর্সেলিন টাইলস্। ওপরের দেওয়ালে সাদা চূণকলি। বিজুকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ঘুণাক্ষরেও সে যদি জানতে পারে। দেওয়ালে কোন এক জায়গায় হয়তো লিখেও রেখে যেতে পারে। দেওয়ালের যতদূর পর্যন্ত বিজুর হাত যেতে পারে টয়লেটের ভেতর ঘুরে ঘুরে ততটা জায়গা বার বার খুঁটিয়ে দেখল সন্তু। না সাদা দেওয়ালের গায়ে কোথাও একটা অক্ষর পর্যন্ত তার চোখে পড়ল না। বিজু জানত চতুর লোক হু'টোর চোখকে ফাঁকি দিয়ে কোন কিছু লিখে যাওয়া সম্ভব নয়। লিখে গেলেও তা ওরা মুছে দেবে।

টয়লেটের পূবদিকে একটা বড় স্কাইলাইট। বেশ উঁচুতে।

স্কাইলাইটের নিচের দেওয়ালে কয়েকটা আঁচড় দেখে থমকে দাঁড়াল সন্তু। না বাংলা বা ইংরিজি কোন অক্ষরই নয়। ভাল করে দেখলে বোঝা যায় কয়েকটা আঁচড়, নখ বা পেন্সিল কাটা ছুরির কয়েকটা আঁচড়—সন্তুর চোখ হু'টো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল—হ্যাঁ একটা ছবি···একটা শেয়ালের ছবি। বিজুর ড্রয়িং-এর হাত ভাল। স্কুলে ভাল নম্বর পেত। সুঁচালো মুখ, মোটা ল্যাজ, হ্যাঁ নিঃসন্দেহে শেয়ালের ছবি।

কিন্তু শেয়ালের ছবি কেন! তার জন্যে সারারাত জেগে থেকে অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত কি বিজুর মাথা খারাপ হয়ে গেছিল?

হঠাৎ সন্তুর মাথায় দপ্ করে একটা কথা মনে এল। শেয়াল মানে কী বিজু শিয়ালদা···মানে শিয়ালদা স্টেশনের কথা বোঝাতে চেয়েছিল। বিজু ভেবে দেখেছিল শেয়ালের সঙ্গে শেয়ালদা স্টেশনের কোন সম্পর্কের কথা অবাঙালীর পক্ষে বোঝা কখনই সম্ভব নয়। সিং আর কিং-এর কথাবার্তা থেকে বিজু হয়তো জানতে পেরেছিল—শিয়ালদা স্টেশনে কোন একটা ট্রেন ধরার মৎলব করেছে ওরা।

সন্তু ছুটে গিয়ে ডি. সি.-কে তখনই বলল কথাটা। টয়লেটে ডেকে এনে ডি সি.-কে দেখালো ছবিটা। ডি. সি. লক্ষ্য করলেন দেওয়ালের নিচে তখনও চূনের গুঁড়ো পড়ে রয়েছে। সদ্য আঁকা ছবি। উড়িয়ে দিতে পারলেন না সন্তুর কথা। আই. ও.-কে ডেকে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন।

আই. ও. বললেন, 'আমার যত দূর মনে হয় স্যার শিয়ালদা স্টেশনে ওরা কোন দূর পাল্লার ট্রেন ধরবে।'

ডি. সি. ভেবে বললেন, 'কেয়ারটেকারের কাছে ওরা জম্মুর একটা ঠিকানা দিয়েছিল—ঠিকানাটা হয়ত ভূয়ো নয়—সাব কনসাস মাইণ্ডে 'জম্মুটা' ছিল।

'রাইট স্যার'। আই. ও. সোৎসাহে বললেন, 'শিয়ালদা থেকেই জম্মুর ট্রেন ছাড়ে এগারোটা পঁয়তাল্লিশে।'

'আমরা তাহলে ওই ট্রেনেরই প্যাসেঞ্জারের ওপর ওয়াচ রাখতে পারি।' ডি. সি. ঘড়ি দেখে বললেন, 'এখন সবে সাড়ে সাতটা। ট্রেন ছাড়তে এখনও চার ঘণ্টার বেশি দেরি। আমরা এখন তাহলে হেডকোয়ার্টারে ফিরে যেতে পারি। ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টাখানেক আগে আমরা শিয়ালদা স্টেশনে মিট করব। অফকোর্স ইন প্লেন ড্রেস।'

'থ্যাঙ্কস্ স্যার।'

সন্তুর পিঠে হাত রাখলেন ডি. সি., 'চল সন্তুবাবু, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

চারজন কনস্টেবলকে লাউডন স্টিটে রেখে বাকি ফোর্স ও সন্তুকে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে উঠলেন ডি. সি.।

লালবাজারে তখনও অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন সোমনাথ। পুলিশ ফোর্স পৌঁছবার আগেই স্মাগলাররা বিজুকে নিয়ে সরে পড়েছে জেনে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন। ডি. সি. তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। এখনও তাঁরা আশা ছাড়েননি।

পৌনে এগারোটা নাগাদ দু'মিনিট পর পর চারটে ট্যাক্সি

পৌঁছল শিয়ালদা স্টেশনের চত্বরে। পুলিশের সকলে যাত্রীদের মতো সাদা পোশাকে এসেছেন। সন্তুকে হাল্কা মেক আপ দিয়েছেন ডি. সি.—পাতলা দাড়ি গোঁফ চোখে নীলচে চশমা, কাঁধে এয়ার ব্যাগ, হাতে অ্যাটাচি কেস।

শিয়ালদা মেন স্টেশনে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফরমের মুখে সাধারণ যাত্রীদের মধ্যে মিশে দাঁড়িয়ে রইলেন ডি· সি· ও আই· ও·, সঙ্গে সন্তু। বাকি পুলিশ ফোর্স সারা প্ল্যাটফরমে ছড়িয়ে রইল।

প্ল্যাটফরমে ইতিমধ্যে বেশ কিছু যাত্রী পৌঁছে গেছেন। মালপত্র নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

সন্তুকে নিয়ে গোটা প্ল্যাটফরম্‌টা একবার টহল দিতে বেরোলেন ডি· সি·। সন্তুকে চুপি চুপি বললেন, 'নজর রাখ ওই শিখ আর চীনা-টাকে দেখতে পাও কিনা।'

স্টেশনে বেশ কিছু পাগড়ী মাথায় শিখ এমন কী চীনাকেও দেখতে পেল সন্তু, কিন্তু জিয়াং কিং ও কুরবন্ত সিং-কে কোথাও দেখতে পেল না।

প্ল্যাটফরমের গেটের কাছে ফিরে আসার পরই জম্মু এক্সপ্রেস প্ল্যাটফরমে দেওয়া হলো। শুরু হয়ে গেল যাত্রী ও কুলিদের ছুটোছুটি। গেট দিয়ে তখনও বহু যাত্রী আসছেন কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে। সন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল সিং আর কিং-এর দলকে।

পাগড়ী মাথায় কোন শিখকেই কুরবন্ত বলে মনে হলো না। কোন চীনার সঙ্গেই জিয়াং কিং-এর মুখের মিল নেই।

সময় এগিয়ে চলল···সোয়া এগারোটা···সাড়ে এগারোটা, ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগলেন ডি· সি·।

আই· ও বললেন, 'শিয়ালদা স্টেশন থেকে ট্রেনে না উঠে মোটরে ব্যাণ্ডেলে গিয়েও ট্রেন ধরতে পারে ওরা।'

'অসম্ভব নয়', বললেন ডি· সি·।

সন্তু বুঝল ডি· সি·-ও হতাশ হয়ে পড়ছেন। সময় দ্রুত এগিয়ে

চলেছে। ট্রেন ছাড়তে আর কয়েক মিনিট বাকী। সন্তর বুক টন্ টন্ করে উঠল, না আর কোন আশা নেই বিজুকে বাঁচাবার। পিসে-মশাইয়ের সঙ্গে তাঁকে একাই লালবাজার থেকে ফিরে যেতে হবে। সন্তর চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

সন্তর হঠাৎ নজর গেল কাঁধে এয়ার ব্যাগ আর ভি· আই· পি· স্যুটকেশ হাতে সাদা ও নীল সার্ট পরা লোক দু'জন ট্রেনের বগির নম্বরের দিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চলেছে। চোখ রগড়ে দেখল। লোক দু'টোকে কোথায় যেন দেখেছে, ঠিক মনে করতে পারছে না; অথচ বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। চট্ করে মনে পড়ে গেল সন্তর—ওই লোক দু'টোকে ক'দিন আগে তাদের বাড়ির রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ওদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে কথা বলতে দেখেছে। বাড়ির সামনেও দেখেছে। লোক দু'টোর উদ্দেশ্য তখন ঠিক বোঝা না গেলেও ওদের দলের লোক হওয়া বিচিত্র নয়।

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডি· সি·-র হাতে চাপ দিয়ে সন্তু ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'স্যার ভীড়ের মধ্যে নীল আর সাদা সার্ট পরা ওই লোক দু'টোকে অ্যারেস্ট করুন। ওরা ওদের দলের লোক।'

সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে লোক দু'টোর পেছনে ছুটতে ছুটতে ডি. সি. বললেন, 'না এখনই ওদের আমরা অ্যারেস্ট করব না। এসো, দেখি ওরা কোন্ কম্পার্টমেণ্টে ওঠে।

ডি· সি· হাতঘড়ি দেখলেন, ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এসেছে। প্ল্যাটফরমে প্রচণ্ড ভীড়। দারুণ ব্যস্ততা, ছুটোছুটি। দূর থেকে লোক দু'টোকে ফলো করতে গিয়ে হারিয়ে ফেললেন ডি· সি·। সামনে পেছনে কোনদিকেই দেখতে পেলেন না। ওরা দু'জন যেন হাওয়ায় উবে গেল।

'স্যার ওই যে ওই যে।' চিৎকার করে উঠল সন্তু। হাত তুলে দেখালো একটা প্রথম শ্রেণীর বগিতে উঠছে সেই লোক দু'টো।

ট্রেনের তখন সিগন্যাল হয়ে গেছে। গার্ড সাহেব হুইসিল

বাড়িয়ে মাথার ওপর সবুজ পতাকা নাড়ছেন। সন্তুকে নিয়ে ডি. সি. ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি ছেড়ে দিল।

লোক দু'টোর পেছনে এগিয়ে চললেন ডি. সি.। মালপত্র নিয়ে 'ডি' কমপার্টমেন্টের ভেতর আগে থেকেই দু'জন বসেছিল। ডানদিকের লোকটি কলকণ্ঠে ওদের অভ্যর্থনা করল, 'কাম ইন, কাম ইন মিঃ বিশ্বাস, মিঃ শর্মা।' ডানদিকের বার্থে বসে পড়ল মিঃ বিশ্বাস ও মিঃ শর্মা।

ভেতরে জানলার দু'দিকে বসে থাকা লোক দু'টোকে চিনতে সময় লাগল সন্তুর। চুল দাড়ি কামিয়ে চোখে চশমা লাগিয়ে কুরবন্ত সিং দিব্যি ইউ. পি.-র লোক হয়ে গেছে। আর মুখে হাল্কা দাড়ি গোঁফ পরা জিয়াং কিং রাতারাতি চেঙ্গিস খান বনে গেছেন। তাই প্ল্যাটফরমের গাদাগাদি ভীড়ের মধ্যে এক লহমায় ওদের চিনতে পারে নি সন্তু। ডি. সি.-কে জিয়াং কিং ও কুরবন্ত সিং-এর ভেতরে বসে থাকার কথা জানালো সন্তু।

ট্রেন তখন ফুল স্পীডে ছুটে চলেছে। লাইটারে চারজন দামী সিগারেট ধরিয়ে কম্পার্টমেণ্টের দরজা টেনে দেবার উদ্যোগ করতেই ডি. সি. ভেতরে হাত বাড়ালেন, 'আপনাদের লাইটারটা একবার দেবেন।'

লাইটারটা নেবার ছল করে কম্পার্টমেণ্টের ভেতর পা বাড়ালেন ডি. সি.। সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'আপনাদের কম্পার্টমেণ্টে বসতে পারি।'

'নো-নো, প্লিজ আউট মিস্টার' চেঁচিয়ে উঠল জিয়াং কিং, 'দিস ইজ আওয়ার রিজার্ভড্ কম্পার্টমেণ্ট।'

'আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এলাম,' বলতে বলতে বাঁদিকে কুরবন্ত সিং-এর পাশে ফাঁকা জায়গায় বসে পড়লেন ডি. সি.।

'আপনার সঙ্গে আলাপ করার কোন ইচ্ছে নেই আমাদের', ফুঁসে উঠল কুরবন্ত, 'আপনি যেতে পারেন।'

'যাব।' কঠিন হাসলেন ডি সি, 'তবে একা নয় আপনাদের সঙ্গে দিয়ে।'

'হোয়াট ডু ইউ মীন ?' ফুঁসে উঠল জিয়াং কিং।

দরজার বাইরে থেকে সন্তুকে ডেকে এনে ডি সি বললেন, 'দেখুন তো এই ছেলেটিকে চিনতে পারেন কিনা ?'

দরজার ভেতর সন্তুকে দেখে চারজোড়া চোখ আটকে গেল। মেক্ আপ থাকা সত্বেও ওদের বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না সন্তুই এদের সঙ্গে করে এনেছে, তাদের চিনিয়ে দেবার জন্য। আর সন্তুর সঙ্গের লোকজন সাদা পোশাকের পুলিশ ট্রেন পর্যন্ত ধাওয়া করে এসেছে।

কুরবন্ত সিং-এর দিকে তাকিয়ে সন্তু হেসে বলল, 'আমার ভাই কোথায় মিঃ সিং ?'

'তোমার ভাই-টাই কারুকে আমরা চিনিনা।' গর্জে উঠল কুরবন্ত সিং।

'বাঃ! এই ক'ঘণ্টার মধ্যে আমাদের ভুলে গেলেন,' ফের হাসল সন্তু, 'ডিনার খাওয়াবেন বলেছিলেন তাও মনে নেই।'

'মিঃ শর্মা', দরজার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল জিয়াং কিং। কি ব্যাপার বোঝার আগেই সন্তুর পিঠে একটা রিভলবারের নল চেপে বলল, 'হ্যাণ্ডস আপ অল অব ইউ।'

সন্তুর বুক ধড়াস করে উঠল। মুখ গেল শুকিয়ে।

বার্থ থেকে উঠে গাড়ির চেন টেনে জিয়াং কিং বলল, 'আমরা ট্রেন থেকে নেমে যাব। বাধা দেবার চেষ্টা করলে আপনাদের ছেলের বুক ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।'

ক্রুর হিংসায় জ্বলে উঠল দলের চার জনের মুখ। শর্মা রিভলবারের নল দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে সন্তুকে গেটের দিকে নিয়ে গেল।

ট্রেন ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে। মালপত্তর ফেলে রেখে ওরা চারজন এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

শুধু জিয়াং কি-এর হাতে একটা ছোট অ্যাটাচি।

ট্রেনে তখন ডি সি. এবং আই. ও-র সঙ্গে দু'জন আর্মড কনস্টেবল। সকলেই হাত তুলে দাঁড়িয়ে। হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকা সন্তুর পিঠে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে গেটের সামনে দাঁড় করালো শর্মা। তারপর পুলিশের চোখের সামনে ওদের দলের তিনজন একে একে পাদানি দিয়ে নেমে ঝাঁপিয়ে পড়ল রেল লাইনের ওপর। সন্তুর চরম কিছু হয়ে যাবার ভয়ে টু শব্দটি পর্যন্ত করতে পারলেন না।

সবশেষে শর্মাও সন্তুর দিকে রিভলবার তাক করে পাদানি ধরে নিচে নামতে লাগল। শর্মার রিভলবার ধরা নল সন্তুর পায়ের কাছাকাছি আসতেই সে নিমেষে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা প্রচণ্ড লাথি কসিয়ে দিল শর্মার রিভলবার ধরা হাতে। রিভলবারটা দূরে ছিটকে পড়ল। সেটাকে ছুটে গিয়ে তুলে নেবার আগেই ট্রাউজারসের পকেট থেকে ডি সি. ও তার দলের ফোর্স রিভলবার বার করে ছুটে গেলেন গেটের দিকে—'হ্যাণ্ডস আপ ইউ স্কাউনড্রেল।'

গোটা চারেক রিভলবারের উদ্যত নলের সামনে রিভলবার ফেলেই তখন ছুটতে আরম্ভ করেছে জিয়াং কিং-এর দল। ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে নেমে ক্রিমিন্যালদের পেছনে ছুটে গেলেন সকলে।

কিন্তু ওদের হাতে তখনও দু'টো পিস্তল। পুলিশের দিকে গুলি করতে করতে পালাবার চেষ্টা করল। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করলেন ডি. সি. ও তাঁর দলবল। ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছে মনে করে আশপাশের লোকজন জিয়াং কিং-এর দলকে ঘিরে ফেলল।

পুলিশের উদ্যত রিভলবারের সামনে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো ওদের চারজন।

* * *

বেলা একটা।

সন্তু বিজুকে নিয়ে লালবাজারে ফিরে এসেছেন ডি. সি.।

আই· ও. লক আপে পাঠিয়েছেন জিয়াং কিং-এর চারজনের দলকে। ওদের জেরা করে প্রফেসর সোমকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে পার্ক সার্কাস থেকে। বিজুকে পাওয়া গেছে বেকবাগানের বস্তি থেকে। ঘুমের ওষুধের ঘোর কাটিয়ে বিজু তখন চাঙা হয়ে উঠেছে।

জিয়াং কিং-এর অ্যাটাচি থেকে পাওয়া গেছে হীরের কেস। ডি. সি.-র টেবিলে তখন জ্বলজ্বল করছে হল্যাণ্ডের অকসন হাউস থেকে চুরি যাওয়া বহুমূল্য 'মর্নিং স্টার'।

ফোন পেয়ে লালবাজারে ছুটে এসেছেন শশীনাথ। ডি· সি. হোটেল থেকে বিরিয়ানী, চিকেনকারী এনে পেট ভরে খাইয়েছেন সোমনাথ, শশীনাথ, সন্তু ও বিজুকে।

ডি সি· বিজুকে বললেন, 'টয়লেটের দেয়ালে তোমার আঁকা শেয়ালের ছবিটা আমাদের খুব কাজে লেগেছে।'

বিজুর পিঠে হাত বুলিয়ে শশীনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'দেয়ালে শেয়ালের ছবি আঁকার প্ল্যান তোর মাথায় এলো কি করে?'

বিজু বলল, আমাকে ঘুমের ইন্‌জেকসান দেবার আগে ওদের মুখে কয়েকবার জম্মু এক্সপ্রেস আর শিয়ালদা স্টেশনের নাম শুনেছি। মনে হয়েছে শিয়ালদা থেকে ওরা জম্মু এক্সপ্রেস ধরবে। তখনই ভেবেছি টয়লেটের দেয়ালে স্টেশন ও গাড়ির নাম লিখে রেখে যাব। কিন্তু যতবার আমি টয়লেটে গেছি ওরা ঠিক তার পরেই দেখে এসেছে টয়লেটের দেওয়ালে কিছু লিখে এসেছি কিনা। শেষ পর্যন্ত মাথায় এলো শেয়ালের ছবিটা। তোমরা হয়তো বুঝলেও বুঝতে পারবে। কিন্তু ওরা ভাবতে পারবে না শেয়ালের ছবিতে স্টেশনের নাম লুকিয়ে আছে।

সন্তু বলল, 'বিশ্বাস আর শর্ম্মা ছদ্মবেশে শিয়ালদা স্টেশনে এলে জিয়াং কিং-এর দলকে খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত হতো।'

বিজু বলল, ক'দিন আগে ওরা দু'জন গোপনে আমাদের বাড়ির দিকে নজর রাখছিল। কিন্তু আমরা যে আড়াল থেকে ওদের

নজর রাখছিলুম তা ওরা টের পায় নি। তাই ছদ্মবেশের দরকার মনে করেনি।'

বাড়ি ফেরার আগে বিজু সন্তুর দিকে চেয়ে ডি· সি·, ডি· ডি. প্রশান্ত রায় মুখার্জী বললেন, 'বুঝেছো বাবা, পথে ঘাটে পড়ে থাকতে দেখলেও হীরে টিরে আর ভুলেও কুড়িয়ো না যেন।'

হাসল সন্তু, 'একটা কথা বলব স্যার?'

রায় মুখার্জীও হেসে উঠলেন, 'বল কি বলবে।'

'হীরেটা আমরা না কুড়োলে, ওরাই পরে তুলে নিয়ে যেত। আপনারা আর পেতেন না।'

'তা ঠিক—তা ঠিক'—ঘর ফাটিয়ে হা—হা করে হাসলেন রায় মুখার্জী। তারপর ওদের দু'জনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

—ঃ শেষ ঃ—